প্রবন্ধ-লতিকা।

বঙ্গনারী রচিত প্রবন্ধ কয়েটী সংগৃহীত হইয়া

এদেশীয় রমণী গণের করে

সাদরে অর্পণার্থ

বঙ্গ মহিলা সমাজ হইতে

প্রকাশিত।

১১ই মাঘ—ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১।

বঙ্গাব্দ ১২৮৬।

কলিকাতা।

জি, পি, রায় এণ্ড কোম্পানির দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১ নম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীট—লালবাজার।

কএকটী কথা।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গরমণীর কোমল লেখনী বিনির্গত রচনা দেখিবার জন্য এখন যেমন জন সমাজের আগ্রহ বৃদ্ধি হইয়াছে,নারী-রচিত পুস্তক সকল প্রকাশিত হইয়া সে আগ্রহ চরিতার্থ করিতেছে। ইহা অবশ্য সুখের বিষয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে স্থলে স্থলে পুরুষগণ নারীবেশ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হওয়াতে নারী-রচিত গ্রন্থের নাম শুনিলে সন্দেহ ও সঙ্কোচের সহিত তাহা গ্রহণ করিতে হয়। বর্ত্তমান পুস্তক সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে এতদ্বিষয়ে সেরূপ সন্দেহ ও সঙ্কোচের কারণ নাই। ইহার লেখিকাগণ বঙ্গভাষা রচনাতে নূতন ব্রতী নহেন। যাঁহারা তাঁহাদিগের সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা তাঁহাদের চিন্তাশক্তি, ধর্ম্মভাব ও রচনা পারিপাট্য যে কতদূর প্রশংসনীয় বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন—বস্তুতঃ এ সকল বিষয়ে কৃতবিদ্য অনেক পুরুষ অপেক্ষা ইহাঁরা কোন অংশে ন্যূন নহেন। পরিচারিকা, অবলাবান্ধব ও বামাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভ সকলও ইহাঁদিগের সুন্দর রচনাতে শোভিত হইয়া থাকে।

প্রবন্ধ লতিকা পুস্তকখানির লেখা সকল দ্বারা লেখিকা দিগের গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় হইবে, কেহ এরূপ মনে করিবেন না। কলিকাতা মহানগরে বঙ্গনারীগণের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় অনুশীলনার্থ "বঙ্গমহিলা সমাজ" নামে যে সভা আছে, প্রায় ৩ মাস হইল তাহা হইতে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইবার প্রস্তাব হয় এবং কুমারী শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ীর প্রতি ইহার ভার অর্পিত হয়। ইনি অল্প দিনের মধ্যে পুস্তক খানি প্রস্তুত করেন। ব্যস্ততা সহকারে পুস্তক খানি প্রণীত হয় এবং ব্যস্ততা সহকারে ইহা মুদ্রিত হইল, সুতরাং

প্রস্তাব সকল যতদূর উৎকৃষ্টরূপে লিখিত হইতে পারিত তাহা হয় নাই, যেরূপ সুন্দররূপে বিন্যস্ত হইতে পরিতে তাহা হয় নাই এবং মুদ্রাঙ্কণেও অনেক ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। ইহার অনেকগুলি বিষয় ইংরাজী হইতে সঙ্কলিত, অনেকগুলি চিন্তা-প্রসূত; কেহ সমুদায় পাঠ না করিলে ইহার সম্পূর্ণ গুণ বিচার করিতে পারিবেন না।

এই গ্রন্থখানি বঙ্গমহিলা সমাজের প্রথম চেষ্টার ফল, ইহা দ্বারা বঙ্গনারী সাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার পক্ষে যদি কিঞ্চিৎ মাত্রও সহায়তা করিতে পারে তাহা হইলে ইহার প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

নিবেদক

কলিকাতা। } শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত।
১২৮৬, মাঘ। } বঙ্গমহিলা সমাজের অন্যতর সম্পাদক

প্রবন্ধ-মালিকা।

মানুষের সুখী হইবার উপায়।

সুখাভিলাষ মনুষ্য প্রকৃতি-গত। এই ভাবদ্বারাই মানুষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সমাজ মধ্যে মানুষ যে কোন কার্য্য করুক না কেন, এবং যে অবস্থায় অবস্থিত হউক না কেন, দুঃখ যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে সুখ শান্তি লাভে সকলেই যত্নবান্।

কি ধনী, কি দরিদ্র, কি মূর্খ কি বিদ্বান, কি যুবা কি বৃদ্ধ সকল দেশে সকল লোকের চিন্তা ঐ দিকেই ধাবিত, সকলেই উহা পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল। ঐ যে ব্যক্তি জ্ঞানচর্চ্চায় শরীর পাত করিতেছেন কিসের জন্য? ঐ যে ধনী দেখিতেছি উঁহার এত ব্যস্ততা কেন? সারাদিন পরিশ্রম করিয়া তথাপি তৃপ্তি নাই কিসের জন্য? সুখ পাইবেন বলিয়া। জগতে যত মনুষ্য দেখি সকলেরই মূল উদ্দেশ্য সুখী হইব। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝাযায় যে এই ইচ্ছার প্রাবল্যই মানুষের অসুখী হইবার প্রধান কারণ। এই বাসনাই মানুষকে প্রকৃত সুখের অধিকার হইতে বঞ্চিত

করিয়াছে। আমরা দেখিতে পাই নরনারীর সুখ-লালসা এত প্রবল যে উহা তাহাদিগকে দিগ্ বিদিগ্-জ্ঞান শূন্য করিয়া ভ্রমের পথে লইয়া গিয়া চির দুঃখী করিয়া ফেলে। হতভাগ্য মানুষ সুখের আশায় চালিত হইয়া অবশেষে এক মাত্র দুঃখকেই সম্বল করিয়া যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করে। একদিকে এই, অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কি দেখা যায়? সুখাভিলাষ মনুষ্য-প্রকৃতি-নিহিত। সৃষ্টিকর্ত্তা কি এত নিষ্ঠুর যে মানুষকে অসুখী করিবার নিমিত্ত তাহাকে এরূপ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন? তাহা কখনই সম্ভব নয়, কারণ জীবের মঙ্গল সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি নিষ্ঠুর দেবতা নহেন, কিন্তু সৃষ্টিরাজ্যের করুণাময় রাজা; এই বিশাল সংসারের সন্তানবৎসল পিতা; সর্ব্ব-সাধারণের স্নেহময়ী জননী। তাঁহার কি ইচ্ছা যে মানুষ দুঃখের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে জীবন শেষ করে? না, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ মানুষকে সুখী করিবেন বলিয়াই তাহার মনের এরূপ ভাব করিয়া দিয়াছেন। সে যদি আপনা হইতে বঞ্চিত হয়, তাহাতে তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিলে কি হইবে?

যে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপার্জ্জন করিতে পারে সে যদি একটী তাম্র খণ্ডের আপাত

লোভে সহস্র মুদ্রার আশা পরিত্যাগ করেও সেই সামান্য লাভে সন্তুষ্ট থাকে, সকলে তাহাকে কি বলে? নির্ব্বোধ, লোভী, অপরিণামদর্শী বলিয়া কি সকলের নিকট কি সে অনাদৃত হয় না? একথা যেমন অস্বীকার করিবার যো নাই, তেমনি অন্যদিকে দেখা যায় সংসারের নিকৃষ্ট সুখের লালসা পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ সুখে সুখী হইতে মানুষের বিলম্ব সয় না। ঐ হতভাগ্য যেমন তাম্রখণ্ডের লোভে স্বর্ণমুদ্রা হারাইল, নির্ব্বোধ সুখাসক্ত মানুষ তেমনি পার্থিব সুখের ক্ষীণ শোভায় মুগ্ধ হইয়া স্বর্গের রত্ন-দীপ্তি তুচ্ছ করিল। মানুষ একবার ভাবে না যে সে কত উৎকৃষ্ট অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যাত্মা কাহার আদর্শে সৃজিত, ইহা সে স্মরণ করে না।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র উদর পূরিয়া আহার পাইলে আর তাহার কোন অভাব থাকে না সে সচ্ছন্দে বিশ্রাম করে। মানুষ কি তাহা পারে? কৈ, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যের অপরিমেয় দান সম্ভোগ করিতেছে; বিপুল মান, অতুল ঐশ্বর্য্য, মহোচ্চ পদ, লাভ দ্বারা জীবন অতি-বাহিত করিতেছে; তাহাকেও ত সন্তুষ্ট হইতে দেখি না। সুখ ইচ্ছাটী ইহা ধনী, দরিদ্র, মূর্খ, বিদ্বান, সকলেরই সমান। মানুষ যাহার জন্য চিরকাল অন্বেষণ করিতেছে কোন অবস্থায় তাহা পাইতেছে

না। দরিদ্র মনে করে ধনে সুখ, কিন্তু ধনীকে জিজ্ঞাসা কর দেখিবে তাহার মন অসুখে পূর্ণ। ইহার কারণ কি? মনুষ্য আত্মাবিশিষ্ট জীব। অল্প বিষয়ে তাহার সুখ নাই। পৃথিবীর ধনমান তাহাকে স্থায়ী সুখ দিতে অসমর্থ। বিষয় সুখে তাহার আশা অতৃপ্ত। শরীরে মাংসের অভাব হইলে যেমন কর্দ্দম দ্বারা তাহার স্থান পূরণ করা যায় না, সেইরূপ আত্মার তুষ্টি-সাধন জড় পদার্থের সাধ্যাতীত।

বিষয় সুখ কি? ইহা কখন ধর্ম্মের অনুকূল, কখন তাহার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। ইহা ক্ষণভঙ্গুর, অতি ক্ষুদ্র, এই আছে এই নাই। ব্রহ্মেতে আনন্দই মানুষের নিত্য সম্বল, বিশুদ্ধ সুখ লাভের একমাত্র উপায়। বিষয় সুখ সীমাবদ্ধ, ব্রহ্মেতে সুখ অনন্ত অপরিমেয়। এই নিমিত্তই আমরা এই দুঃখময় পৃথিবীতে কি দেখিতে পাই না যদি কাহার সুখ থাকে সে কেবল ধার্ম্মিকের? কারণ অমরাত্মার পুষ্টিসাধন অমরাত্মা ভিন্ন আর কাহার সাধ্য নয়। ধর্ম্মের আদেশ পালনে, ঈশ্বরের কার্য্যে যে ব্যক্তি লিপ্ত তাঁহার ন্যায় সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি জগতে আর কে আছে? সংসারের অশেষ বিপদে পড়িয়াও তিনি স্থির এবং কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সর্ব্বদা সুখী। দরিদ্রাবস্থাতেও তিনি পুণ্যজনিত সুখে পুলকিত। তাঁহার হৃদয় নিত্য-উৎসব-পূর্ণ দেবমন্দির।

এই ঈশ্বর প্রীতিই মনুষ্যের সুখোপার্জ্জনের চরম সীমা এবং ধর্ম্মের শেষ পুরস্কার ঈশ্বর। ধর্ম্মই যাঁহার একমাত্র বিষয়, কার্য্যই যাঁহার ধর্ম্ম সাধন; তাঁহার শোভা দেখে কে? পিতার আনন্দ এবং সন্তানের গৌরব কোথায়? যেখানে পিতা পুত্র মিলিত হইয়া কার্য্য সমাধা করেন। যে গৃহে পিতার প্রতি সন্তানের অবিশ্বাস সে গৃহ দুঃখের আলয়। সেই প্রকার যে আত্মা শ্রেষ্ঠ আত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন তাহা শুষ্ক মলিন, অশান্তির চির নিবাস। পিতার সহিত সম্মিলন হউক, গৃহ সুখময় হইবে। পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ হউক,মনুষ্য স্থায়ী নিত্য সুখের অধিকারী হইয়া পার্থিব অবাস্তব সুখ লালসা পরিত্যাগ করিবে।

ঈশ্বরের পিতৃভাব।

এই পৃথিবীতে পিতার সহিত সন্তানের যে সম্বন্ধ তদপেক্ষা সুন্দর, প্রিয়তর সম্বন্ধ অতি অল্পই আছে। সেইরূপ ঈশ্বরের সহিত মানবের যতপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তন্মধ্যে তাঁহার সহিত মানুষের পিতা পুত্র সম্বন্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকটতর ও শ্রেষ্ঠতর। তিনি বাস্তবিকই নর নারীর স্নেহময় পিতা। সন্তানের শুভ কামনাই তাঁহার

উদ্দেশ্য। এক দিকে তিনি যেমন বিশ্বের অধিপতি হইয়া এই অসীম জগৎ শাসন করিতেছেন, অপর দিকে তিনি আবার তেমনি প্রত্যেক সন্তানের অন্নপান বিধান পূর্ব্বক তাহাকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন। আমরা ভূগর্ভনিহিত রত্নরাজি দর্শন করি, কি আকাশ-মার্গে উড্ডীন হইয়া গ্রহ তারকের আশ্চর্য্য গতি পর্য্য-বেক্ষণ করি, প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক পদার্থ ঈশ্বরের একএকটী মহৎভাব প্রকাশ করে। ভাবিলে বুঝাযায় সৃষ্টির সুখ সচ্ছন্দতা সাধনই বিশ্ব-বিধাতার নিয়ম। কিন্তু কেবল মাত্র যদি আমরা তাঁহাকে এই ভাবে দেখি, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছু দূরে রাখা হয়। পিতা যেমন সন্তানের অভাব পূর্ণ করেন, ঈশ্বরও তেমনি প্রত্যেক সন্তানের নিকট প্রকাশিত হইয়া অভাবের পূরণ করিয়া দেন। আবার এই পার্থিব পিতা যেমন প্রত্যেক সন্তানের ভিন্ন ভিন্ন অভাব বুঝিয়া তাহা দূরী-করণে সচেষ্ট; পরম পিতা তদপেক্ষাও অধিক যত্ন সহ-কারে প্রতি সন্তানকে স্বতন্ত্র ভাবে দর্শন দিয়া তাহার সাহায্য দানে অধিক অগ্রসর।

ঈশ্বর যখন ক্ষমাতে অনন্ত, স্নেহেতে অনন্ত, তখন মানুষের এমন কোন পাপ নাই যাহা ক্ষমা হইতে না পারে, যাহা ভেদ করিয়া ঈশ্বরের দয়া পাপীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হয়। আমাদের ধৈর্য্য সীমা বদ্ধ, কিন্তু

তাঁহারও কি তাহাই? তাহা হইলে এই প্রকাণ্ড মনুষ্য সংসার এত দিন কোথায় যাইত? কত শত মানুষ তাঁহার পবিত্র নামে কলঙ্ক আনিয়া দিতেছে, তাঁহার অবমাননা করিয়া কলুষিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতেও কি তিনি সন্তানের শুভ কামনা হইতে বিরত হয়েন? না। যাও দুর্ভাগ্য সন্তান, আমার গৃহে তোমার স্থান হইবে না, তিনি কখনও কাহাকে একথা বলেন না। সন্তান মহাপাপী হইয়াও যদি অনুতপ্ত হয়, তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করে, তিনি তাহাকে হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লয়েন।

এই বিষয়টী বুঝাইয়া দিবার নিমিত্ত বাইবেলে যে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা আছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল ঃ—এক ব্যক্তির দুইটী পুত্র ছিল। পুত্রদ্বয় বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে কনিষ্ঠ পুত্র একদিন পিতার নিকট গিয়া বলিল "পিতঃ! আমাকে আমার প্রাপ্য ধন বিভাগ করিয়া দাও।" পিতা তাহাই করিলেন। এইরূপে ধন লাভ হওয়াতে কনিষ্ঠ পুত্র সেই সমুদয় সম্পত্তি লইয়া কোন দূর দেশে গমন করিল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই পিতৃদত্ত ধন অপব্যয়ে নিঃশেষিত হওয়াতে সে ভয়ানক কষ্টে পড়িল, কারণ সেই দেশে তখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া সে কোন ব্যক্তির বাটীতে শূকর চরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত

হইল। হতভাগ্য পুত্র এত কষ্টে পড়িয়াছিল যে শূকরের ভুক্তাবশেষ দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিতে বাধ্য হইল। বিপদে পড়িয়া তাহার চেতনা হইলে তখন সে ভাবিল আমার পিতার গৃহেত অন্নের অপ্রতুল নাই, কত শত বেতন ভোগী ভৃত্য সেখানে সচ্ছন্দে প্রতিপালিত হইতেছে, তবে আমি কেন ক্ষুধায় মরি ? আমি পুনরায় তাঁহার নিকট যাই এবং বলি পিতঃ আমি এত পাপ করিয়াছি যে তোমার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য নহি। আমাকে তোমার বাটীর সামান্য ভৃত্য করিয়া রাখ। এই প্রকারে সে গৃহাভিমুখে ফিরিষা আসিতেছে,এমন সময় তাহার পিতা দূর হইতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাহার আগমন প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুত পদে সন্তানের দিকে অগ্রসর হইলেন ও বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গাঢ় আলিঙ্গনের সহিত বার বার মুখ-চুম্বন করিতে লাগিলেন। পুত্র অধো-বদনে বলিল "পিতঃ আমি ঈশ্বর ও তোমার বিরুদ্ধে যে কার্য্য করিয়াছি তাহাতে তোমার স্নেহ পাইবার উপযুক্ত নহি। কিন্তু পিতা তাহা না শুনিয়া ভৃত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্ত্র আনিতে আদেশ করিলেন এবং সেই বসন পুত্রকে পরিধান করাইয়া অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় এবং চরণে পাদুকা পরাইয়া দিলেন। স্বীয় দাস দাসী দিগকে ভোজের আয়োজন করিতে আজ্ঞা

দিলেন এবং বলিলেন আজ সকলে আনন্দিত হইয়া উৎসব কর, কারণ আমি যে সন্তানকে মৃত মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে আজ জীবন্ত পাইলাম, যাহাকে হারাইয়াছিলাম, আজ তাহার দর্শন পাইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্র হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল, বাহির হইতে গীত বাদ্যের ধ্বনি শুনিয়া বিস্মিত হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল আজ এসকল কিসের জন্য ? তখন সে উত্তর করিল তোমার ভ্রাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া তোমার পিতৃ আদেশে এত আয়োজন হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু বিরক্ত ভাবে বাটীর ভিতর যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া পিতাকে বলিল "পিতঃ! এতকাল আমি তোমার সেবা করিয়া আসিতেছি, কৈ কোন দিনত তুমি আমার জন্য এত আয়োজন কর নাই। কিন্তু আজ তোমার কু পুত্র ফিরিয়া আসাতে তোমার গৃহ উৎসবময়।" তখন পিতা সন্তানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "পুত্র তুমি চিরদিন আমার নিকট রহিয়াছ, আমার যাহা কিছু সকলই তোমার। অদ্য আমাদের বিশেষ আনন্দের দিন এই জন্য যে তোমার ভ্রাতা যাহাকে সকলে মৃত ভাবিয়াছিল সে আজ জীবিত, যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল আজ সকলে তাহার দর্শন পাইলাম।"

এইটী সামান্য আখ্যয়িকা বটে, কিন্তু ইহার ভিতর

কেমন একটী সুন্দর ও মহৎ ভাব! পৃথিবীতে এমন ঘটনা হয়না তাহা নহে। কিন্তু তদপেক্ষা ইহার মহত্তর ভাব আছে—তাহা এই, ঈশ্বর এইরূপে অনুতপ্ত পাপী সন্তানকে আপনার গৃহে আনিয়া তাহাকে পুণ্য বসনে সজ্জিত করেন, পবিত্রতার অলঙ্কার দিয়া তাহার দীনতা মোচন করেন।

সন্তান সুখের অবস্থায় মনে করে না পিতার গৃহ কি সুখময় স্থান, কিন্তু বিপদে পড়িয়া সে তাহা উপলব্ধি না করিয়া থাকিতে পারে না। তখন সেই পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত সন্তানের প্রাণ ব্যাকুল হয়। ঈশ্বর সম্বন্ধে মানুষের অবস্থা সেইরূপ। পাপে লিপ্ত হইয়া কতক দিন সে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অবশেষে আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তাহাকে পিতার গৃহে আশ্রয় লইতে হইবে। এবং পিতারও সন্তানের প্রতি এত স্নেহ যে তিনি তাহাকে ঘৃণা করিবেন কি, সমাদরে গৃহে স্থান দান করেন, অশেষ প্রকারে তাহার মৃত আত্মাকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন।

কণ্টক তরু।

এক জন স্ত্রীলোক ছিল পর নিন্দাই যাহার রসনার কার্য্য ; এবং প্রতিবেশীর অপবাদ ঘোষণা করিয়া যাহার দিন অতিবাহিত হইত। কিন্তু এত দোষের মধ্যেও তাহার একটী বিশেষ গুণ এই দেখা যাইত যে সে দিবসে যাহা করিত অকপটভাবে তাহা স্বীয় গুরুর নিকট বলিতে সঙ্কুচিত হইত না। প্রতিদিন এই রূপে যায়, এক দিবস তাহার গুরু তাহাকে কতক গুলি কাঁটা গাছের বীজ দিয়া আদেশ করিলেন যে তুমি যেখানে যেখানে যাইবে এই বীচির এক একটী সেইখানে ফেলিয়া দিবে। স্ত্রীলোকটী এইরূপ কার্য্যের আজ্ঞা পাওয়াতে অত্যন্ত বিস্মিত হইল এবং কিছু না বুঝিয়া স্বীয় গুরুর আদেশ মত কার্য্য করিয়া তাঁহাকে জানাইল। তখন উপদেষ্টা বলিলেন যাও যে সকল বীজ বপন করিয়াছ সে সকল পুনরায় সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর। এই কথা শ্রবণে পরনিন্দা-প্রিয় নারী উত্তর করিল হে প্রভো! আপনি কি আদেশ করিতেছেন। আমি পুনরায় সে সমুদয় বীজ সংগ্রহ করিব ইহা অসম্ভব। ইহা শুনিয়া গুরু বলিলেন, অবোধ নারি! তুমি যখন সামান্য কাঁটার বীজ রোপণ করিয়া তাহা আর উঠাইয়া

আনিতে পারিলে না, তখন তুমি প্রতিবেশীমণ্ডলে যে নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা করিয়া পাপ ও কলঙ্কের বীজ রোপণ করিয়াছ, তাহা কিরূপে নির্ম্মূল করিবে? ইহা কি তদপেক্ষাও কঠিন ও অসম্ভব নহে? তখন দুরাচারিণী রমণীর মস্তক অবনত হইল। নির্ব্বোধ দুষ্ট লোক এক মুহূর্ত্তে সমাজে অনেক কণ্টক বৃক্ষের বীজ রোপণ করিতে পারে, কিন্তু সেই কণ্টক উদ্ধার করিতে কত শত জ্ঞানীর পরিশ্রম ও যত্ন বিফল হয়।

রজ্জু ধারণ কর।

কোন এক ভদ্র ব্যক্তি আপন পত্নী কন্যা ও পুত্র এবং ভ্রাতার সহিত নৌকাযোগে নায়েগেরা নদীতে বেড়াইতে যান। সকলেরই প্রায় অল্প বয়স। চারি দিকের শোভা দেখিয়া সকলেরই মুখ প্রফুল্ল। নদীর অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়া কিছু ক্ষণের জন্য সকলেই তীরে অবতরণ পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিয়া পুনরায় নৌকায় উঠিলেন। আকাশ পরিষ্কার, মৃদু মৃদু বাতাসে সকলের শরীর স্নিগ্ধ হইতেছে, নৌকা প্রায় নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত, এমন সময় কোথা হইতে প্রবল ঝটিকা আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকা প্রবল স্রোতের

মুখে পড়িল, নাবিকেরা যথাশক্তি দাঁড় বাহিতে লাগিল, আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া কত প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না।

কাহারও মুখে একটী কথা নাই, ভীতি-বিহ্বল নেত্রে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে মাত্র। স্রোতের মুখহইতে নৌকা যদি একটু সরা-ইতে পারা যায়, তাহা হইলেই উদ্ধার পাওয়া যাইবে এই আশায় নাবিকেরা সমুদয় শক্তির সহিত দাঁড় টানিতেছে। এমন সময় একটা দাঁড় ভাঙ্গিয়া গেল, এক জন নাবিক তরঙ্গাঘাতে জল মধ্যে নিপতিত হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে আরোহীদিগের মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রক্ষা নাই! দাঁড়িরা আর কতক্ষণ পারিবে, তাহাদের হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইল, সকলেই স্থিরনিশ্চয়, মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই—এমন সময় দেখিতে পাইল, তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নিকটবর্ত্তী। কিন্তু সম্পূর্ণ কাছে আসিয়া যে সকলকে উঠাইয়া লইবে তাহা পারিতেছে না, কারণ সে স্রোতে নৌকা রক্ষা করা অসম্ভব। আর একখানি বৃহত্তর তরণী নিকটে আসিল, অন্য উপায় না দেখিয়া উহার নাবি-কেরা জলমগ্ন তরীর আরোহীদিগকে বাঁচাইবার নিমিত্ত

এক গাছি দড়ি নিক্ষেপ করিল। "দড়ী ধর দড়ী ধর" বলিয়া সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল। যাত্রীদিগের ব্যগ্রহস্ত দৃঢ়রূপে রজ্জু ধরাতে নৌকা এবং নৌকাস্থ ব্যক্তিবর্গ সকলেই উদ্ধার পাইল।

সংসারে মানুষের এইরূপ অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। অতি সুখে পরিবার বন্ধুবর্গ বেষ্টিত হইয়া নর নারী কত আনন্দেই দিন অতিবাহিত করে। কিন্তু হায়! এই ভাব কি ক্ষণস্থায়ী! কোথা হইতে বিপদ ও মৃত্যু আসিয়া যে জীবন নদীকে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহা কেহ জানে না। দুর্ব্বল মানবের কোন চেষ্টাই তাহা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ইহা হইতে হতভাগ্য জীবকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন অতি যত্ন সহকারে বলিতেছেন "ধর", আমি যাহা দিতেছি তাহা অবলম্বন কর, মৃত্যুভয় থাকিবে না, অমরজীবনের অধিকারী হইবে। সেই অবলম্বনের নিকট ক্ষুদ্র বৃহতের প্রভেদ নাই, ধনী দরিদ্রের বিচার নাই, যে ধরিতে পারে সেই অক্ষয়সুখে চিরশান্তিতে অধিবাস করে। ভীতি-বিহ্বল উৎকণ্ঠিত হতাশ পথিক রজ্জু ধারণ কর, আর তোমার ভয় নাই।

ঈশ্বরের অলৌকিক কার্য্য।

ঈশ্বরের কার্য্যের মর্ম্ম বুঝে কাহার সাধ্য? বিজ্ঞানের কথা বলিতেছি না, কিন্তু মনুষ্য জীবনে তিনি যে সকল অলৌকিক ব্যাপার সমাধা করেন, তাহারই বিষয় বলা হইতেছে। তিনি ঘোর পাপীকে পরম ধার্ম্মিক করিয়া মনুষ্যসমাজে ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত প্রেরণ করেন, মহাপাষণ্ডকে পুণ্যবান করিয়া সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লন।

উপাসনা মন্দির উপাসক মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, গম্ভীর ভাবে পূর্ণ। পূজনীয় দেবতার স্তুতিবাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত। আচার্যের জীবন্ত ভাব, সরল প্রার্থনা, প্রতি জনের অন্তস্তল ভেদ করিয়া গভীর উন্নত ভাব উদ্দীপ্ত করিল।

পূজা সমাপন হইলে উপাসকদিগের প্রতি জন আপন আপন জীবনের দৈব ঘটনা সকল বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলের বলা শেষ হইলে বহুকালের এক অবিশ্বাসী নাস্তিক বিনম্র ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ আর তাহার পূর্ব্বের মত গর্ব্বিত ভাব নাই। ধর্ম্মের কথা ধর্ম্মের উপদেশ যে চক্ষুতে কোন সদ্‌ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে পারে নাই, উপদেষ্টার প্রতি যে মস্তক

কেবল অসম্মান ও অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিত, আজ সেই নয়নদ্বয় অশ্রু পরিপূরিত; সেই উন্নত অহঙ্কৃত মস্তক আজ অবনত; মুখশ্রী এক অনুপম পুণ্যজোতিতে আলোকিত।

"আমি পতঙ্গের ন্যায় পাপ বহ্নিতে পুড়িতে যাইতেছিলাম,এমন সময় কি প্রকারে বাঁচিলাম, তাহা আমি নিজে ভাবিয়াও বুঝিতে পারি না, বরং যত চিন্তা করি ততই আশ্চর্য্য হই। আমি কর্ম্মকার, মাঘমাসে একে শীত অত্যন্ত অধিক, তাহাতে আবার সে দিন অসহ্য শীত অনুভব হইতেছিল। আমি দোকানে যাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম এক পরিচিত মাননীয় ব্যক্তি আমার দোকানের দিকে আসিতেছেন, তিনি ব্যস্ততার সহিত অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আমি যে গৃহে কাজ করিতেছিলাম তথায় প্রবেশ করিলেন। আমি চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার মুখ উদ্বেগের চিহ্নে এবং চক্ষু অশ্রু জলে পরিপূর্ণ।

তিনি যার পর নাই স্নেহে আমার হস্ত ধরিয়া বলিলেন—সন্তান! আমি তোমার পরিত্রাণের জন্য অতিশয় চিন্তিত আছি; বাস্তবিক তোমার মুক্তির জন্য আমি বড়ই উদ্বিগ্ন। এই বলিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে আমার হস্ত বদ্ধ করিয়া তিনি কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন। বোধ হইল তিনি অত্যন্ত

চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মুখের ভাবে প্রকাশ পাইল আমাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা, কিন্তু তাঁহার মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। তখন তিনি ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার (সন্তান! আমি তোমার পরিত্রাণের জন্য অতিশয় চিন্তিত) এই বাক্যটী স্পষ্টরূপে আমার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আমি এত চেষ্টা করিলাম কোন মতেই আর কার্য্যে মন দিতে পারিলাম না। আমি লোকের সঙ্গে এত তর্ক করিয়াছি, কিন্তু এবাক্য শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম, একটা কথা বলিবারও ক্ষমতা হইল না। ধর্ম্ম অবশ্যই সত্য, নতুবা এ ব্যক্তি কেন একথা বলিবেন। "আমার মুক্তির জন্য ব্যাকুল" বজ্র ধ্বনির ন্যায় এই শব্দ কেবলই যেন শুনিতে পাইতেছি। অন্যে আমার জন্য ব্যস্ত, তবে আমার আরও অধিক হওয়া উচিত, তাঁহার বাক্যে আমার মনে এই ভাবের উদয় হইল।

আমি সেই মুহূর্ত্তে দোকান বন্ধ করিয়া আমার দুঃখিনী ধার্ম্মিকা পত্নী, যাঁহাকে ধর্ম্মের কথা লইয়া কত উপহাস করিয়াছি, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তিনি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার কি হইয়াছে?

আমাদের সেই মাননীয় বন্ধু এই শীতের দিনে অতদূর হইতে আসিয়া আমাকে যে কথা বলিয়া যান, আমি সব খুলিয়া বলিলাম এবং পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলাম বল আমি কি করিব ? কি করিলে বাঁচিব ? আমার পত্নী সকল কথা শ্রবণে অধিকতর বিস্মিত হইয়া বিশেষ কিছু বলিতে পারিলেন না, কেবল মাত্র বলিলেন তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট যাও, তিনি তোমাকে বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ সেই মাননীয় ব্যক্তির নিকটে গেলাম, দেখি তিনি একাকী বসিয়া আছেন।

নিজের পরিত্রাণের নিমিত্ত আমার মনের যে আন্তরিক ব্যাকুলতা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। মাননীয় ব্যক্তি আর কি বলিবেন "পিতা! তোমার নাম ধন্য হউক" তাঁহার মুখ হইতে এই বাক্য উচ্চারিত হইল মাত্র। আমরা জানু পাতিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিলাম এবং সেই দিন হইতে যে পর্য্যন্ত না আমি ঈশ্বরের শান্তিপূর্ণ আশীর্ব্বচন শুনিতে পাইয়াছিলাম, ততদিন সুস্থির হইতে পারি নাই। এতদিন আমি সকল বিষয়েই যুক্তি তর্কের অনুসরণ করিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরের নাম ধন্য হউক যে তিনি অবশেষে আমাকে এমন প্রশ্ন করিলেন যাহার উত্তরদান করা কাহারও সাধ্য নহে।

এই বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, তিনি বসিয়া পড়িলেন। এই দৃশ্যে উপস্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। কারণ সকলেই জানিত তিনি কি ছিলেন এবং এখনই বা তিনি কি হইয়াছেন।

ঘড়ী না চলিয়া টং টং করিলে কি লাভ ?

কোন বন্ধুর পীড়া হওয়াতে আমাকে প্রায় সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ঔষধাদি দিবার নিমিত্ত জাগিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হওয়াতে পর দিন উঠিতে একটু বেশী বেলা হয়। আফিসে যাইতে বিলম্ব হইবে ভাবিয়া আমি তাড়াতাড়ি স্নানাদি সমাপন করিয়া আহার করিতে যাইতেছি, এমন সময় বারাণ্ডায় যে একটা বড় ঘড়ী ছিল, 'কত সময় দেখি' বলিয়া সেই দিকে গমন করিলাম। সময় দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইলাম, কারণ দেখি যে তখনও নয়টা বাজে নাই, সবে সাড়ে আটটা। আমার মনে

ভয় হইয়াছিল যে হয় ত দশটা বাজিয়া গিয়াছে। ঘড়ী দেখাতে কিছু সুস্থির হইলাম, বেলায় উঠাতে সকল কাজের বিশৃঙ্খলা হইবে ভাবিয়া যেরূপ উদ্বিগ্ন ছিলাম, ঘড়ীতে সাড়ে আট্‌টা দেখিয়া সে সকল ভাব চলিয়া গেল। মনে ভাবিলাম আমারই ভুল, ঘড়ী ঠিক। পকেটে যে ঘড়ীটা ছিল তাহা দেখার প্রয়োজন মনে হইল না। নিশ্চিন্ত হইয়া আহার করিতে লাগিলাম। এগার টার সময় বাহির হইতে হইবে, এখনও আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে আছে তবে এত তাড়াতাড়ি কেন? এই ভাবিয়া কোন কার্য্যে ব্যস্ততার ভাব রহিল না। আহারান্তে কাগজ পড়িতে বসিলাম। কিছুক্ষণ পড়িয়া ভাবিলাম একবার দাদার বাড়ী হইয়া আফিসে যাইব। কাপড় চোপড় পড়িয়া দরজার নিকট গিয়াছি, দেখি ছেলেরা তখনও স্কুলে যায় নাই। আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম "চারু! তোমাদের আজ কি হইয়াছে, এখনও স্কুলে যে যাও নাই? তখন সে উত্তর করিল কৈ বাবা! ঘড়ীতে ত এখনও নয়টা বাজে নাই, স্কুল যে দশটায় বসে, পনর মিনিট থাকিতে গেলেই ঠিক সময়ে পোঁছিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া, অমি দৌড়িয়া ঘড়ী দেখিতে গেল। আমি অবাক্ হইলাম, মনে হইল একি এখনও দশটা বাজে নাই ইহা কখনই সম্ভব বোধ হয় না। এমন

সময় অমি দৌড়িয়া আসিয়া বলিল বাবা! ঘড়ীতে সাড়ে আটটা। তখন বুঝিলাম যে বড় ঘড়ী যদিও টং টং করিয়া বাজিতেছিল,ঠিক্ নয়। পকেট হইতে ঘড়ী বাহির করিয়া দেখি সময় সদশটা। এক ঘড়ীর দোষে ছেলেদের স্কুলে যাইতে দেরী, আমার কাজের ক্ষতি, চাকর বাকরের কার্য্যের বিশৃঙ্খলা, খুকীকে ঔষধ দিতে অনিয়ম এবং আমার স্ত্রীর একটী বিশেষ কোন আবশ্যক কাজে ব্যাঘাত হইল। তখন আমার স্ত্রী বলিলেন ঘড়ীটী একেবারে বন্ধ থাকিলে ভাল ছিল, তাহা হইলে আমাদিগকে এত কষ্ট পাইতে হইত না। বুড় ঠাকুর মা বলিয়া উঠিলেন আমি চক্ষে দেখিতে পাই না, ও টাত সর্ব্বদাই টং টং করিয়া থাকে শুনি। কেবল আড়ম্বরই সার নাকি! যাই হোক, কিন্তু আমি চুপকরা ঘড়ীও ভালবাসি না। পাঠিকা! ঘড়ীর নিকট কি আমরা কিছু শিখিব না? উহা কি আমাদিগকে শিখাইল না যে কথা এবং কার্য্য দুই চাই, একের দ্বারা উপযুক্ত রূপ কাজ চলে না। সদুপদেশ দিতে বিরত থাকা অনুচিত, কারণ তদ্ভিন্ন অন্যকে উৎসাহিত এবং সাহায্য করা সুকঠিন। বুড় ঠাকুরমা যে বলিয়াছিলেন চুপকরা ঘড়ী ভাল বাসি না, ইহার অর্থ আছে। সৎকার্য্যের সহিত সৎকথা মিলিত হইলে সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হয়। কিন্তু একটী বিশেষ এই

দেখিতে হইবে যে বৃথা বাক্য ব্যয়ে অনিষ্ট মাত্র। উপকার হওয়া দূরে থাকুক, উহা দ্বারা কেবল অপকার হয়। যেমন ঘড়ীটা বৃথা টং টং করিয়া গৃহস্থের বাটীর সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিল, সংসারে অলস মূর্খও এইরূপ; তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে গেলে দুর্গতিই চরম ফল।

ধর্ম্মাচার্য্যের অধিকার কি উচ্চ!

ত্যাগ স্বীকারই ধর্ম্মের প্রাণ। যে আচার্য্য নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনিই ধন্য। পৃথিবীতে যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আচার্য্যের পদ সর্ব্বোচ্চ। সংসারে ধর্ম্ম প্রচার করিব বলিয়া যে মহাত্মা সমুদয় সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া তন্নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য কাহার?

"The blood of the martyrs is the seed of the Church" ইংরেজীতে এই কথাটী কেমন সুন্দর। যদি প্রাচীন কালে অটল বিশ্বাসী ভক্ত গণ ধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ না করিতেন, সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচরণে প্রাণকে বলী না দিতেন, তাহা হইলে

জগতে ধর্ম্মের এত উচ্চ আদর্শ, ধার্ম্মিকের এত স্বর্গীয় গৌরব আমরা কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম ? আমরা যখন পৃথিবীর ধর্ম্মবীরদিগের জীবনে অলৌকিক ভক্তি বিশ্বাস, অসামান্য দৃঢ়তা ও উৎসাহের বিষয় পাঠ করি, তখন কি প্রতীতি হয় না যে মনুষ্য কোন উচ্চব্রত সাধনের নিমিত্ত সৃজিত ? ধর্ম্মই তাহার জীবন, ধর্ম্মই তাহার লক্ষ্য। ইতিহাস আমাদের সম্মুখে শত শত বীরের চরিত্র অঙ্কিত করে, তাঁহাদের জীবনের অশেষ কীর্ত্তি দ্বারা মনুষ্য মনকে উত্তেজিত করে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মবীর দিগের সেই স্বর্গীয় প্রভাবের সহিত কি পার্থিব কোন প্রকার শৌর্য্য বীর্য্যের তুলনা হইতে পারে ? সেই স্বর্গীয় জ্যোতির নিকট যোদ্ধার জয় গৌরবের আলোক ম্লান হইয়া যায়, সম্রাটের হীরক মণ্ডিত মুকুটের দীপ্তি অনুজ্জ্বল বোধ হয়, পুরাবৃত্ত ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কি বর্ত্তমান কি অতীত সকল কালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের আদর চিরদিন রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সূর্য্য বংশে শত শত রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কে তাঁহাদের সংবাদ রাখে ? কিন্তু সেই বংশে এক জন জন্মিলেন ; শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইল, তথাপি কেহ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। ইহার কারণ কি ? না মনুষ্য ধর্ম্ম দ্বারা যে কীর্ত্তি লাভ করে,

দেখিতে হইবে যে বৃথা বাক্য ব্যয়ে অনিষ্ট মাত্র। উপকার হওয়া দূরে থাকুক, উহা দ্বারা কেবল অপকার হয়। যেমন ঘড়ীটা বৃথা টং টং করিয়া গৃহস্থের বাটীর সকল কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দিল, সংসারে অলস মূর্খও এইরূপ; তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে গেলে দুর্গতিই চরম ফল।

ধর্ম্মাচার্য্যের অধিকার কি উচ্চ!

ত্যাগ স্বীকারই ধর্ম্মের প্রাণ। যে আচার্য্য নিষ্কাম হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনিই ধন্য। পৃথিবীতে যত প্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আচার্য্যের পদ সর্ব্বোচ্চ। সংসারে ধর্ম্ম প্রচার করিব বলিয়া যে মহাত্মা সমুদয় সুখ লালসা পরিত্যাগ করিয়া তন্নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কার্য্য কাহার?

"The blood of the martyrs is the seed of the Church" ইংরেজীতে এই কথাটী কেমন সুন্দর। যদি প্রাচীন কালে অটল বিশ্বাসী ভক্ত গণ ধর্ম্মের জন্য স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ না করিতেন, সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচরণে প্রাণকে বলী না দিতেন, তাহা হইলে

জগতে ধর্ম্মের এত উচ্চ আদর্শ, ধার্ম্মিকের এত স্বর্গীয় গৌরব আমরা কি প্রকারে উপলব্ধি করিতাম? আমরা যখন পৃথিবীর ধর্ম্মবীরদিগের জীবনে অলৌকিক ভক্তি বিশ্বাস, অসামান্য দৃঢ়তা ও উৎসাহের বিষয় পাঠ করি, তখন কি প্রতীতি হয় না যে মনুষ্য কোন উচ্চব্রত সাধনের নিমিত্ত সৃজিত? ধর্ম্মই তাহার জীবন, ধর্ম্মই তাহার লক্ষ্য। ইতিহাস আমাদের সম্মুখে শত শত বীরের চরিত্র অঙ্কিত করে, তাঁহাদের জীবনের অশেষ কীর্ত্তি দ্বারা মনুষ্য মনকে উত্তেজিত করে সত্য, কিন্তু ধর্ম্মবীর দিগের সেই স্বর্গীয় প্রভাবের সহিত কি পার্থিব কোন প্রকার শৌর্য্য বীর্য্যের তুলনা হইতে পারে? সেই স্বর্গীয় জ্যোতির নিকট যোদ্ধার জয় গৌরবের আলোক ম্লান হইয়া যায়, সম্রাটের হীরক মণ্ডিত মুকুটের দীপ্তি অনুজ্জ্বল বোধ হয়, পুরাবৃত্ত ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কি বর্ত্তমান কি অতীত সকল কালে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মের আদর চিরদিন রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

সূর্য্য বংশে শত শত রাজা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কে তাঁহাদের সংবাদ রাখে? কিন্তু সেই বংশে এক জন জন্মিলেন; শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইল, তথাপি কেহ তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। ইহার কারণ কি? না মনুষ্য ধর্ম্ম দ্বারা যে কীর্ত্তি লাভ করে,

তাহা অক্ষয়। ধর্ম্ম সাধনেই না রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের এত গৌরব। পাছে "আমার জন্য পিতার ধর্ম্মপালনে ব্যাঘাত হয়" এই উচ্চভাবে আত্মবিসর্জ্জন—ইহাকেই বলে দেবভাব। ঐখানে মহর্ষি বাল্মীকি মনুষ্য চরিত্রে উন্নত দেবভাবের পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন। বিষয় সুখের সহিত ধর্ম্মের বিরোধ আছে, বলিয়াই ধর্ম্মের যথার্থ মাহাত্ম্য। মানুষ যে পরিমাণে স্বীয় জীবনে সেই মাহাত্ম্য উপভোগ করিতে পারে, সেই পরিমাণে সে দেবভাব বিশিষ্ট, সেই পরিমাণে সে ধর্ম্মাচার্য্য। এবং যে মহাত্মা আপন জীবনের গভীর উৎকৃষ্ট ভাব সকল অন্যের চিত্তে অঙ্কিত করিতে পারেন, তাঁহারই সার্থক জীবন। এই কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্তই জগতে ধর্ম্মচার্য্যের সৃষ্টি। সেই জন্যই যাজকের পদ এত উচ্চ, ব্রত এত কঠিন। মানুষকে দেবতার আসনের উপযুক্ত করিবার নিমিত্তই প্রচারকের জীবন। ভাবিলে এমন সুন্দর আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। অল্পাধিক পরিমাণে সকল নর নারীই কোন না কোন কার্য্য দ্বারা যাজকের কার্য্য সাধন করেন সত্য, কিন্তু সেই প্রচারই যে তাঁহাদের কাজ, জীবনের উদ্দেশ্য, ইহা তাঁহারা মনে করেন না। সুতরাং তাঁহাদের জীবনে এটী গৌণ কার্য্য, মুখ্যকার্য্য বলা যাইতে পারে না। কিন্তু প্রচারক কে? যাঁহার

মুখ্য, গৌণ, নিত্য কর্ম্ম ধর্ম্মবিধি পালন ; সংসারের দুঃখ অশান্তি বিনাশ করিয়া তাহার স্থানে সুখ, শান্তি আনয়ন। যিনি মুখে নয়, কিন্তু কার্য্যে আত্মবিসর্জ্জন সুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল জীবের মঙ্গল সাধনে নিযুক্ত। এক জনের যথার্থ পবিত্র জীবনের জ্যোতি শত শত হৃদয় ভেদ করিয়া আলোকিত হয়। মহাত্মা ঈশা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মের কি একটী সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন! এই একজন ধর্ম্মাচার্য্যের একটী কার্য্য শত শত সহস্র সহস্র ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করিল। ধন, মান, সুখ ঐশ্বর্য্য সকল ভুলিয়া সকল তুচ্ছ করিয়া তাঁহার শিষ্য দল গুরুতর উচ্চ উপদেশের অনুবর্ত্তী হইল। বাস্তবিক ধর্ম্মাচার্য্যের এমনি ক্ষমতা! মহাত্মা পল, মহানুভব অগষ্টিন, সেণ্টপল, পলিকার্প, ষ্টিফিন, অষ্টিন, প্রভৃতি ধর্ম্মবীরদিগের জীবন পাঠ করিলে সহসা মনে যে ভাব হয় তাহা বর্ণনাতীত। মানুষের এত উন্নততাবস্থা, ইহা পরম পিতার উচ্চদান ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? জগতের পক্ষে ইহা সুসমাচার নয় ত কি?

এক দিকে এই, অপরদিকে আমরা কি দেখিতে পাই? ধর্ম্মাচার্য্যের পদের অবমাননাকারী যাজক দল নামে উচ্চব্রত ধারী, কার্য্যে সংসারিক স্বার্থপর মানুষ ; আপনার ষোল আনা বজায় রাখিয়া ভবে বাদ বাকি

টুকু ধর্ম্মের জন্য রাখিয়া দেন। আমরা অনেক সময় শুনি লোক গুলা কি অবিশ্বাসী, সমাজ পাপে ডুবিল, পৃথিবীতে ধার্ম্মিকের আদর নাই, ধর্ম্মাচার্য্যের মুখ হইতে এইরূপ উক্তি বাহির হয়। কিন্তু কেন যে এরূপ হইয়া থাকে, কেন যে মনুষ্য সকল যাজকের প্রতি বীত-রাগ তাহা তাঁহারা ভাবেন না। পুরোহিত সম্প্রদায় নিষ্কাম হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম বলিয়াই লোকে তাঁহাদের উপর বিরক্ত হয়। যাহার নিকট হইতে যাহা আশা করা যায়, মানুষের স্বভাব তাহা না পাইলেই চটিয়া যায়। সাধারণ লোকের বিরক্তির কারণ এই। যাজক দলের অসন্তুষ্টি সাধারণের নিকট হইতে উপযুক্ত সম্মানের অসদ্ভাব এবং উভয়ের অসম্মিলনের এই কারণ। যে দিকেই হউক এক পক্ষ উপযুক্ত হইলে এ বিসম্বাদ ঘুচিয়া যায় সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মাচার্য্য এই কথাটি কি মহৎভাবে পূর্ণ! "পুণ্য-ব্রতে" ব্রতী হইয়া সংসারের হিত সাধন করা ত্যাগ স্বীকার করিয়া অন্যের শুভকামনায় জীবন উৎসর্গ করা এতদপেক্ষা মহান উদ্দেশ্য আর কি হইতে পারে?

কবিবর গোল্ড্ স্মিথ যে ধর্ম্মাচার্য্যের ধর্ম্মজীবনের ছবি স্বীয় কবিতা পাটে অঙ্কিত করিয়াছেন, কাহার না বাসনা হয় সেইরূপ জীবন দর্শন করে এবং মনুষ্য-প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া কে এমন আছে যে সেরূপ সদ-

গুণের আদর করিতে বিরত? প্রতিবেশীর দুঃখ কি, শত্রুর বিপদে যিনি শত্রুতা বিস্মৃত হয়েন, হতভাগ্যের কলঙ্ক মোচন পূর্ব্বক তাহার সেই পাপ মগ্ন চিত্তকে যিনি সৎপথে আনয়ন করিতেই ব্যাকুল; নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দানে সঙ্কোচবিহীন দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, স্নেহ এই সকল লইয়াই যাঁহার মনুষ্য মণ্ডলীতে বিচরণ, এই সকল দ্বারা কার্য্য করাই যাঁহার ব্রত, জগতে এমন মানুষ কে আছে যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করে? এক-জন ঘোর খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিদ্বেষী হিন্দুকে ঈশার মৃত্যুর বিবরণ সবিস্তারে বলিয়া জিজ্ঞাসা কর, সে অবশ্যই সেই সাধু জীবনের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি-বেনা। মানুষ এত অধিক গুণ-পক্ষপাতী যে জগতের যেখানেই যে থাকুক না কেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে যত ভিন্নতাই হউক না কেন, সজ্জীবনের অনাদর করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব। ঈশার ধর্ম্মের এত গৌরব কেন? খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ে এত উন্নত চরিত্র মহানুভব ব্যক্তি সকল কোথা হইতে আসিলেন? উপযুক্ত ধর্ম্মাচার্য্যের গুণে ধর্ম্মের এত উচ্চ আদর্শ আর কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। সুবিদ্বান গুরু সুবিদ্বান শিষ্য প্রস্তুত করি-বেন ইহা যেমন আশ্চর্য্য নহে, তেমনি পরম ধার্ম্মিক মহাত্মা সকল যে সচ্চরিত্র সাধু শিষ্য দ্বারা ধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধনে সমর্থ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই।

সংসারে পার্থিব গুরুর যদি এত আদর তবে কি ধর্ম্ম গুরু যিনি সংসারাসক্ত হৃদয়কে স্বর্গের দিকে ঈশ্বরের পুণ্য রাজ্যের দিকে লইয়া যাইবার সহায়, তিনি সম্মান পাইবেন না? কে এমন পামর আছে যে পুণ্যাত্মাদিগের দেবভাব দেখিয়া স্তম্ভিত না হয়, তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারে?

প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় এমন ধর্ম্মাচার্য্য চায় যাঁহাকে দেখিয়া পিতৃহীন পিতার অভাব ভুলিয়া যাইবে; দুঃখী আপন কষ্টের কথা বিস্মৃত হইবে; শোকার্ত্ত যাহার ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া পরম দেবতার চরণে নিপাতিত হইয়া শোকের জ্বালা নিবারণ করিবে; কলঙ্কিত পাপীর জীবন যাঁহার উচ্চ উপদেশে সুমিষ্ট সহানুভূতি পাইয়া কলঙ্কের কালী মোচন করিতে ব্যাকুল হইবে; ঘোর অবিশ্বাসী পাষণ্ডও যাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস দর্শনে আপন গর্ব্বিত মস্তক অবনত করিবে।

মান মর্য্যাদা, পদগৌরব, ধনকাঙ্ক্ষা, আত্মসুখ-প্রিয়তা এই সকলের যে পরিমাণে ন্যূনতা, ধর্ম্মাচার্য্য সেই পরিমাণে সম্মানিত ও আদৃত। আত্মসুখ, এবং স্বার্থ যাঁহার দ্বারা এই দুই বিসর্জ্জিত হইয়াছে তিনিই নরলোকে পূজিত এবং দেবলোকে সমাদৃত। তিনিই ধন্য যিনি এইরূপে স্বীয় জীবনের উচ্চ আদর্শ দ্বারা বিষয়াসক্ত মানবমণ্ডলীকে সেই দেব দেবের দিকে

আকৃষ্ট করিতে সমর্থ। চুম্বকের বলিতে হয় না, লৌহ আমার নিকট আইস, লৌহ আপন স্বভাব অনুসারে নিজেই যাইবে। সেইরূপ ধার্ম্মিকের সহিত, ধর্ম্মের সহিত মানুষের এমন সম্বন্ধ যাহাতে সে আপনা হই-তেই ঐদিকে আকর্ষিত হইবে। উপযুক্ত ধর্ম্মবল, পুণ্যের জ্যোতি, পবিত্র জীবন এসকল দেখিলে সাধ্য নাই যে প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিবর্গ নিস্তব্ধ থাকে, বা ঔদা-সীন্য প্রকাশ করে। যিনি যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সরল-ভাবে বলিতে পারেন, "আমি যাহা করি তাহে ফলা-কাঙ্ক্ষা নাই, সমর্পণ করি সব ঈশ্বরের ঠাঁই" তিনিই মনুষ্য মধ্যে দেবতা। নরকুলে তিনিই ধর্ম্মাচার্য্য। বিনাড়ম্বরে নিষ্কাম হইয়া যিনি ধর্ম্মের উচ্চব্রত পালনে তৎপর, তাঁহাকেই ধর্ম্মাচার্য্য বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যক্তি বিশেষে বা জাতিবিশেষে আবদ্ধ নহে, ধর্ম্মাচার্য্যের পদ সকলের জন্য উন্মুক্ত।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়।

সকল দেশের পরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে সমুদয় জাতির মধ্যে সময়ে সময়ে এক এক মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশ প্রচলিত কুসংস্কারাপন্ন ধর্ম্মমত সংশোধন পূর্ব্বক তাহার উন্নতি সাধন করিয়া গিয়া-

ছেন। যখনই দেখা যায়, কোন দেশ বা জনসমাজ প্রকৃতির কল্যাণকর আদেশ সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপ অত্যাচারে লিপ্ত হয়; ধর্ম্মাধর্ম্ম হিতাহিত বিবেচনা বিবর্জ্জিত হইয়া বিকৃত হইবার উপক্রম হয়, সেই সময় এক এক মহাত্মার উদয়ে এমন এক একটী পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, যদ্দ্বারা সেই দেশ ও সমাজ একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়; বহুকাল সঞ্চিত পাপ অত্যাচারের গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া সেই মহানুভব দিগের পুণ্যময় জীবনের উজ্জ্বল আলোক চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া মৃতবৎ জনসমাজকে উত্তেজিত করিয়া তোলে; সুষুপ্ত সমাজকে জাগ্রত করিয়া দেয়। য়িহুদী জাতির যখন ঘোর বিকৃত অবস্থা, সমাজে যখন ধর্ম্ম মৃতপ্রায় হইয়া আসিল, তখন কি হইল? না, মহর্ষি ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাস ও জীবন্ত ধর্ম্মভাব য়িহুদা দেশে বিষম বিপ্লব উপাস্থিত করিল। মহাত্মা ঈশা ধর্ম্মের জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিয়া যে মহান্ উচ্চ আদর্শ প্রচার করিলেন, তদ্দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র নরনারীর জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইল, কত শত মহাপাপী পাপ হইতে উদ্ধার পাইল! এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মা সকল জন্ম পরিগ্রহ

পূর্ব্বক, কঠোর অবিশ্বাসের পরিবর্ত্তে প্রেমভক্তি, কুসংস্কার অত্যাচারের মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বরের পূজা প্রচার করিয়া সংসারে মহৎ কীর্ত্তি সকল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গসমাজ যখন ঘোর কুসংস্কার ও মূর্খতায় আচ্ছন্ন, পৌত্তলিকতার বাহ্যাড়ম্বর ও জঘন্য সামাজিক আচার সর্ব্বত্র দৃষ্টিগোচর হইত; বঙ্গবাসীগণ যখন হিন্দুধর্ম্মের দুর্ভেদ্য শাসনে শাসিত, ধর্ম্ম কেবল নাম মাত্র ছিল, এবম্বিধ ভয়ানক সময়ে অসাধারণশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের উদয় হয়। ইনি এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশেদ্ভূত। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এই বঙ্গদেশে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর মাতা বুদ্ধিমতী সুশীলা, ধর্ম্মানুরাগিণী এবং পিতা মাতা উভয়েই ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দুই জনেরই আত্যন্তিক ভক্তি ছিল। রাজা রামমোহনের মাতামহ শক্তির উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা শ্বশুর গৃহে আসিয়াই বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। তাঁহার পিতা রামকান্ত শৈশবকালেই পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রামকান্তের ধর্ম্মে এত ভক্তি ছিল, যে প্রত্যহ রাধা-গোবিন্দ চরণে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলী না দিয়া জল গ্রহণ বা কাহার সহিত আলাপ

করিতেন না। তাঁহার পত্নী স্বীয় ধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন। প্রবাদ আছে একদা তিনি স্বীয় শিশু সন্তান রামমোহনকে সঙ্গে করিয়া পিতৃগৃহে গমন করিয়াছিলেন। তৎপিতা শ্যাম ভট্টাচার্য্য কোন দিন পূজান্তে পূজিত বিল্ব পত্র গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় দৌহিত্র রামমোহনকে প্রদান করেন। রামমোহন চর্ব্বণ করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতা তাহা দেখিতে পাইয়া বৈষ্ণবঘৃণিত বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং বিলক্ষণ বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্যাম ভট্টাচার্য্য কন্যার ঈদৃশ আচরণে অতিশয় রুষ্ট হইয়া কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "তুই গর্ব্ব করিয়া আজ যাহা করিলি, তাহাতে নিশ্চয় জানিস, এ পুত্র লইয়া তুই কখন সুখী হইতে পারিবি না, তোর এই বালক, কালে বিধর্ম্মী হইবে।"

পিতৃশাপে ভীত হইয়া কন্যা সর্ব্বদা পুত্রের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন।

রামমোহন রায় প্রথমতঃ বাঙ্গালা পাঠশালায় প্রেরিত হয়েন। তৎকালে বঙ্গভাষা এবং পাঠশালা সকল অতি দুরবস্থাপন্ন ছিল, তথাপি তিনি স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে স্বদেশীয় ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার লাভ করিয়া আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার্থে পাটনা নগরে গমন করেন।

বিদ্যোপার্জ্জনের সহিত ক্রমে হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থতা বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কাশীতে সংস্কৃত শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল প্রগাঢ় মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিতে করিতে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান ও সত্য নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল ও কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি হিন্দুদিগের উপাসনা প্রণালী নামে এক খানি পুস্তক প্রচার করিলেন, তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর মাত্র। এত অল্পবয়সে চিরপ্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে গ্রন্থরচনা করা কত কঠিন সহজেই অনুভূত হইতে পারে। পুস্তক দৃষ্টে হিন্দুরা নিন্দা করিতে লাগিল এবং পিতা পর্য্যন্ত পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু সেই উন্নত হৃদয় কিছুতেই ভীত হইবার নয়। পিতার অসন্তোষে ক্ষুণ্ণ হইয়া কিশোর বয়সে রামমোহন রায় ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিব্বতে উপনীত হইলেন। বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মমত অবগত হওয়াই তাঁহার ভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এইরূপে তিন বৎসরকাল ভ্রমণ করিয়া তিনি পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাতাকে ব্যাকুল দেখিয়া তিনি বাটী আসিয়া কিছু কালের নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিলেন এবং সেই সময় মধ্যে প্রগাঢ় যত্ন সহ-

কারে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করায় ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মত অতীব উচ্চভাব ধারণ করিল। পরে তিনি ইংরাজী লাটীন গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮০৩ সালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়াতে সমস্ত পরিবারের ভার তাঁহার উপর পতিত হয়। এই সকল কারণে তিনি কিছুদিন রঙ্গপুরে কলেক্টর ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। আর কতদিন তাঁহার সদ্‌গুণ লুক্কায়িত থাকিবে? ডিগ্‌বী সাহেব তাঁহার মহত্ত্ব অনুভব করিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু বিশেষ সম্মানের ভাবে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি দেওয়ানের পদে উন্নমিত এবং ডিপটী সাহেরের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন। কয়েক বৎসর কার্য্য করিয়া অবশেষে তিনি কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যে মহৎঅভাব দূর করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে প্রকৃত পক্ষে তাহাই সাধন করিতে নিযুক্ত হইলেন। একটী "উদার উপাসনা প্রণালী সংস্থাপন" কলিকাতায় আসিয়া বীরোচিত সাহসের সহিত এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। চারিদিক্ হইতে রাশি রাশি বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইবার লোক নহেন। পণ্ডিতদিগের সহিত মহাতর্ক উপস্থিত হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব

প্রভৃতি কয়েক জন সুবিখ্যাত পণ্ডিত রামমোহন রায়কে তর্ক দ্বারা পরাজিত করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার নিকট সকলকেই পরাস্ত হইতে হয়। মহাপুরুদিগের লক্ষণই ভিন্ন। একাকী সমর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াও রামমোহন রায়ের উৎসাহ উদ্যম ভঙ্গ হইল না। যাঁহারা সহায়তা করিবেন বলিয়া তাঁহার সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। অবশেষে তিনি বহু যত্ন ও কষ্টের পর তাঁহার চির অভিলষিত একটী সাধারণ উপাসনালয় স্থাপিত করেন। বর্ত্তমান যোড়াসাঁকোস্থ সমাজ গৃহ সেই মহাত্মা কর্ত্তৃক ১৭৫১ শকে ১১ ই মাঘ দিবসে বিধিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে এই অসামান্য ক্ষমতাশালী ধর্ম্মাত্মা ঘোরান্ধকারাছন্ন ভারতভূমিতে দুর্ভার্গ্য বঙ্গদেশে সত্যের বীজ বপন করেন। এত দিনে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল, যে নিমিত্ত অশেষ ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে বিমুখ হয়েন নাই, এত দিনে তাহা সুসিদ্ধ হইল। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৎসরই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়। যে সকল ব্যক্তি উদ্যোগী হইয়া এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে রামমোহন রায় এক জন প্রধান।

১৭৫২ শকে তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। ইতি-

পূর্ব্বেই তিনি পত্রাদি দ্বারা ইংলণ্ডের অনেক প্রধান লোকের সহিত পরিচিত ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার সৎকীর্ত্তি তাঁহাদিগের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

দিল্লীশ্বরের কোন কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত তিনি বাদসাহ কর্ত্তৃক রাজা উপাধি, প্রাপ্ত হইয়া রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন। তথায় তিনি পরম সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্ব লোক হিতৈষিতা ও গভীর ধর্ম্ম ভাব দেখিয়া ইংলণ্ডীয়েরা অতিশয় আনন্দ সহকারে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। ফ্রান্সাধিপতি ১৮ লুই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সমাদর ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন এবং অন্যান্য অনেক রাজনীতিজ্ঞেরা তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতে প্রতিগমন করিয়া ব্রিষ্টলে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিতে না করিতেই তিনি বিষম জ্বর রোগাক্রান্ত হয়েন। কিছুতেই সে রোগের উপশম হইল না। ১৮৩২ খ্রীঃ ২৭সে সেপ্টেম্বর ৫৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতালঙ্কার রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে প্রাণত্যাগ করিলেন।

যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শীতল ছায়ায় কত শত শত নরনারী বিশ্রাম লাভ করিতেছে; যাহার পবিত্রতা প্রচারার্থে কত কত ব্যক্তি জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন; যে স্বর্গীয় ব্রহ্মাগ্নি

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় এক্ষণে দেশ বিদেশে বিক্ষিপ্ত হইয়া দিন দিন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিতেছে; চির-দুর্দ্দশাগ্রস্ত বঙ্গ-সমাজ যদ্দ্বারা পুনর্জীবন লাভ করিতেছে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ এই মহাত্মার যত্নে রোপিত হয়। এক ঈশ্বরের পূজা প্রণালী তিনিই বিধিপূর্ব্বক প্রচার করিয়া যান। বঙ্গ-দেশ তাঁহার নিকট কি গুরুতর ঋণে আবদ্ধ, তাহা প্রত্যেক বঙ্গবাসীর জানা আবশ্যক। পরমেশ্বর কি অভিপ্রায়ে কাহাকে সৃজন করেন, তাহা অনুভব করা ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে।

মাতৃ-স্নেহ।

জগতে মাতৃস্নেহের তুলনা কোথায়? এত গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা কাহার? সন্তান শত দোষ করুক, তথাপি মাতৃস্নেহ শিথিল হইবার নহে। পাষণ্ড দুরাচারী ব্যক্তি, পৃথিবীর সকলে যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে—এমন হতভাগ্যের জন্য কে নীরবে অশ্রু-পাত করে? কাহার চিন্তা সমুদয় ছাড়িয়া সেই অভা-গার দিকে ধাবিত হয়? মাতাকে সন্তান সম্বন্ধে যে যাহা বলুক, মাতা কখনই তাহার শুভ চিন্তা ভিন্ন

অন্য ভাব মনে স্থান দিতে পারেন না। ইহা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। "প্রীতিই মনুষ্য প্রকৃতি।" মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ও তাঁহার যত্ন, ভালবাসা এবং সন্তানের প্রতি অসীম স্নেহ দেখিলে আমরা এই বাক্যের সার্থকতা বুঝিতে পারি।

সন্তানকে সৎপথে আনয়ন করিতে মাতার কতদূর ক্ষমতা, নিম্নলিখিত ঘটনাটী তাহার সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

কোন স্থানে এক সম্পন্ন গৃহস্থের একটী পুত্র সন্তান হয়। একমাত্র সন্তান বলিয়া অতি শৈশব কাল হইতেই সে অসম্ভব আদর পাইতে লাগিল। অনুচিত আদর পাইলে যে সকল দোষ জন্মে, পুত্রটীর তাহাই হইল। বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার অসদ্ভাব গুলিও ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অবাধ্য বালক কাল সহকারে অধিকতর অবাধ্য ও দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিল। যৌবন সীমায় পদার্পণ করিতে না করিতে তাহার চিত্ত এত কঠোর—তাহার স্বার্থপরতা, সুখলালসা, এত প্রবল হইয়া উঠিল, যে কাহার সাধ্য তাহার মত-বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস করে! ক্রমে সে অতি কলহপ্রিয় হইয়া প্রতিবেশীদিগকে জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিল এবং অন্যায় আমোদ প্রমোদেই তাহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

পল্লীস্থ সকলে তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন সকলে একত্র হইয়া ঐ যুবকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পিতাকে বলিল "মহাশয়! আপনি সন্তানকে ত্যাগ না করিলে আমাদের আর উপায় নাই।" অনেকেই তাঁহাকে নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার চেষ্টা পাইতেছিল, কিন্তু একমাত্র সন্তান বলিয়া অনেকের মনে হইল এবার দেখি, পুনরায় যদি কোন অন্যায় হয় তবে বিবেচনা করা যাইবে। বার বার অপেক্ষা করিয়াও কোন প্রতীকার হইল না দেখিয়া পুনর্ব্বার নিপীড়িত বন্ধু বান্ধব সমবেত হইয়া যুবককে গৃহ বহিষ্কৃত করিবার জন্য তৎপিতাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল এবং বলিল আপনি যদি আমাদের কথায় সম্মত না হয়েন, তাহা হইলে আপনাকে শুদ্ধ আমরা পরিত্যাগ করিব। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মীয় স্বজনের মনস্তুষ্টিই সাধন উচিত বোধ হইল এবং স্থির হইল যে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পিতা মাতা সর্ব্ব সমক্ষে তাঁহাদের স্বীয় দুরাচারী পুত্রকে একেবারে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

যখন এইরূপ কথা বার্ত্তা হয়, তখন পুত্র গৃহে ছিল না, সে কোন বন্ধুর আলয়ে মদ্যপান করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে নিমগ্ন ছিল। যখন শুনিল যে তাহার

পিতা তাহাকে ত্যাগ করিবার মানস করিয়াছেন, তখন বলিতে লাগিল, "তাহাতে আর আমার ভাবনা কি? আমি আপনার অন্ন আপনি করিয়া খাইতে পারি। আমি যেখানে খুসী যাইব, কে আমাকে বাধা দিতে পারে? কিন্তু যতক্ষণ আমি পিতার নিকট হইতে হাজার কতক টাকা না পাইব, ততক্ষণ কোন মতে ছাড়িব না।"

নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনে যুবকের পিতৃভবন পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময় কুঠার হস্তে পুত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহার দুই চক্ষু আরক্তবর্ণ। স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে বটে, কিন্তু সমস্ত শরীর ক্রোধে কম্পিত হইতেছে।

"অদ্য হইতে আমি পুত্রকে ত্যাগ করিলাম। সে আমার কোন সম্পত্তির অধিকারী নহে এবং অদ্য হইতে সে আর এ গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" এই লিখিয়া সর্ব্ব সমক্ষে পঠিত হইল। সাক্ষী স্বরূপ কয়েক ব্যক্তি তাহাতে নাম স্বাক্ষর করিল। অবশেষে বৃদ্ধ স্বীয় নাম লিখিতে যাইবেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী স্বামীর হস্ত ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর। আজ পঞ্চাশ বৎসর আমাদের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল তোমার সহিত বাস করিতেছি, কিন্তু কখনও তোমাকে কোন অনুরোধ

করি নাই। আজ যে একমাত্র অনুগ্রহ ভিক্ষা করিব, তাহা কি পূর্ণ করিবে না? তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিও না। ভিক্ষা করি সেও ভাল, তবু আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।" এই বলিতে বলিতে মাতার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল এবং চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ স্বীয় পত্নীর অবস্থা দেখিয়া পত্র দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যদিও তোমরা আমার গৃহে আসিবে না সত্য এবং সকলেই আমার উপর যথেষ্ট রুষ্ট হইয়াছ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তথাপি আমি স্বীয় সন্তানকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। পুত্রের দোষে আমাদের দীনতায় জীবন শেষ হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু জানিও আমরা দাতব্যের প্রার্থী হইয়া কখন তোমাদিগকে বিরক্ত করিব না।

পিতার বাক্য শুনিবামাত্র পুত্রের হস্তস্থিত কুঠার ভূমিতে পড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণ পূর্ব্বে যে হৃদয় ক্রোধ-বশতঃ কম্পিত হইতেছিল, তাহা কোন অভূতপূর্ব্ব ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া সমুদয় শরীরকে অবশ করিয়া দিল। অপরাজিত স্নেহের নিকট পাষণ্ডের কঠোরতা, নীচ বাসনা পরাজয় স্বীকার করিল। পিতা মাতার চরণ প্রান্তে পতিত হইয়া বহুকালের দুরাচারী পুত্র স্বীয় অসদ্ব্যবহারের নিমিত্ত অনুতাপ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল-

লোচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে তাহার জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া এক নূতন শ্রীতে পরিশোভিত হইল। যাহাকে কুলাঙ্গার বলিয়া পরিবর্জ্জন কবিবে স্থির করিয়াছিল, একটী স্নেহের বাক্যে সেই সন্তান বংশের গৌরব ও গৃহের অলঙ্কার হইয়া পিতা মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া জীবনকে সার্থক করিল। বৃদ্ধ পিতা মাতার শেষ জীবনে তাঁহাদের মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আসীন পুত্র শান্ত ভাবে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে পারিল। পুত্রকে উদ্ধার করিয়াছি এই ভাবিয়া জনক জননীও নিশ্চিন্ত হইয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হইলেন। শান্তি পূর্ণ হৃদয়ই স্বর্গ। যে হৃদয় অশান্তির আলয় তাহা নরক ভিন্ন আর কি? পিতা মাতার সুখ শান্তি সন্তানের উপর কত নির্ভর করে!

ধন্য সেই জনক জননী, যাঁহারা স্বকীয় হৃদয়ের সাধুতা ও স্নেহের ঐকান্তিকতা দ্বারা সন্তানকে পাপের পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয়েন। সেই সন্তানও ধন্য যে আপনার জীবন দিয়া স্বীয় পিতা মাতার সেবায় নিযুক্ত থাকে—স্বার্থ ও সুখবাসনা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের অসীম ঋণের কিয়ৎ পরিমাণও পরিশোধ করিতে যত্ন পায়।

ধর্ম্মপ্রসঙ্গ।

আত্মাকে নির্ম্মল করাই উপসনার উদ্দেশ্য, অরণ্যেই বাস করি, কিম্বা সমুদয় তীর্থ পর্য্যটন করি, হৃদয় পবিত্র না করিলে সেই দেবারাধ্য পরম দেবের দর্শন পাওয়া যায় না। এই দেহ মন্দির-স্বরূপ, ইহাকে পাপের মলিনতা হইতে দূরে রাখিয়া অন্তরাত্মাকে পার্থিব বাসনা হইতে মুক্ত করাই ধর্ম্মজীবন। হৃদয়ের ভক্তি ভিন্ন আজীবন তীর্থবাস মনুষ্যকে কখন পুণ্যবান করিতে পারে না। যাঁহার নিকট সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তিনিই দ্বিজ।

নানক মক্কার দিকে পশ্চাৎ করিয়া ভক্তিমগ্ন চিত্তে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন আছেন দেখিয়া এক মুসলমান পুরোহিত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল "রে অবিশ্বাসী নাস্তিক! কোন্ সাহসে তুই আল্লার গৃহের অবমাননা করিতেছিস্?" তখন নানক উত্তর করিলেন "হে মনুষ্য! যদি তুমি পার আমার চরণকে এরূপ ভাবে রক্ষা কর যে দিকে ঈশ্বরের গৃহ সুবিস্তৃত নহে।"

কথিত আছে এক দরিদ্র ব্যক্তি বহুকাল অতি যত্ন ও সতর্কতার সহিত স্বর্গ দ্বারের নিকট বসিয়া

থাকিত। দ্বার উন্মুক্ত হইলেই তন্মধ্যে প্রবেশ করিব এই আশায় বৎসরের পর বৎসর অপেক্ষা করিয়া সে এক দিন মনে করিল এতকাল এত পরিশ্রম ও অনিদ্রায় যাপিত হইল, একটু বিশ্রাম করি। এই ভাবিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য যেই মাত্র নিদ্রিত হইয়াছে, অমনি স্বর্গ দ্বার উদ্ঘাটিত ও পুনরায় বদ্ধ হইয়া গেল। বাস্তবিক মনুষ্যের দশা এই রূপই হইয়া থাকে। অতি আয়াসে বহু কষ্টে যে ধর্ম্মধন লাভ করা যায়, এক মুহর্ত্তের অবহেলায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া হতভাগ্য নর অবশেষে পাপ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ে। এত দিন যাহা পাইবার আশায় ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া থাকে, ক্ষণ মাত্রের শিথিলতা তাহাকে তাহা হইতে দূরে নিক্ষেপ করে।

বিষ্ণু বলিলেন হে বলি! পাঁচজন জ্ঞানীর সহিত তুমি নরকে যাইতে ইচ্ছা কর, না পাঁচ জন নির্ব্বোধের সহিত স্বর্গে যাইবার অভিলাষী? এতচ্ছ্রবণে বলি আনন্দ সহকারে উত্তর করিলেন, হে প্রভো! আমাকে জ্ঞানবানের সহিত নরক বাসের আদেশ হউক! কারণ জ্ঞানবান দিগের আবাস স্থলই স্বর্গ এবং নির্ব্বুদ্ধিতাই স্বর্গকে নরকরূপে পরিণত করে।

এক সম্রাট্ কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি কখন আমার বিষয় চিন্তা কর? তখন সাধু ব্যক্তি উত্তর দিলেন হে পৃথ্বীশ্বর! যখনই আমি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হই, তখনই আপনার আমার মনে পড়ে, কথা যে দিন ভাল প্রার্থনা না হয়, সেই দিনই আমার চিত্ত সংসারের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানবপ্রকৃতি বুদ্ধির দোষে কিংবা ভ্রমে পড়িয়া অনেক সময় অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে। আমরা সকলেই কখন না কখন যে প্রকারেই হউক পাপকে প্রশ্রয় দিয়া অন্তরে অপবিত্রতা পোষণ করি। মনুষ্য নিষ্পাপ এ কথা কেহ বলিতে পারে না। আমাদের অন্য দিকে যত দুর্ব্বলতা থাকুক, আমরা যেন পরস্পরকে প্রীতি করিতে সঙ্কুচিত না হই। প্রীতির বিস্তার দ্বারাই প্রীতির আধারকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীতে এক জন আর এক জনের উপকার বিস্মৃত হয় সত্য, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভাবে সৎকার্য্য সাধিত হইলে ঈশ্বর গোপনে তাহার পুরস্কার বিধান করেন।

স্রষ্টাকে জানিতে হইলে সৃষ্ট বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। সংসারের উপকার করিতে হইলে মনুষ্যে মনুষ্যে একতা, বিষয় বিশেষে বা কার্য্য বিশেষে পরস্পরে পরস্পরের মনোগত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইলে উদারতা, এবং সকল বিষয়ে দয়া ইহাই প্রকৃত সাধু জীবন। যে হৃদয় দয়াতে পূর্ণ, দয়াময় ঈশ্বর সেই হৃদয়ে অবস্থিতি করেন। কঠোর হৃদয় মনুষ্য! পর দুঃখে অশ্রুপাত করিতে শিখ, সেই করুণাময়ের হস্ত তোমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিবে।

যদি শরীরকে আত্মার অধীন রাখিতে বাসনা থাকে, আত্মাকে পরমাত্মার চরণে সমপর্ণ কর। সেই পরম দেবের শাসনে আপনাকে বিসর্জ্জন দাও, নতুবা কাহার সাধ্য আপনি শাসন কর্ত্তা নিয়োগ করে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষকে অগ্রাহ্য করিও না, বরং তৎপ্রতি অধিক মনোযোগী হও, কারণ তাহাদের সংখ্যাই অধিক। বালুকণার উপর বালুকণা সংগৃহীত হইয়া পর্ব্বতাকার ধারণ করে, বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযান যাহার আঘাতে চূর্ণ ও জলমগ্ন হয়। সেই রূপ ক্ষুদ্র সামান্য পাপ সকল ক্রমে ভীষণাকার ধরিয়া অবশেষে অতি মহৎ সাধুদিগেরও সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। মনুষ্য নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনার মূল্য-

বান গৃহসামগ্রী সমুদয় হইতে বঞ্চিত হয় সত্য, কিন্তু স্বকীয় হৃদয়কে পাপ দস্যুর নিকট বিক্রয় করিতে সে নিজেই উদ্যোগী। নতুবা কাহার সাধ্য তাহার হৃদয়-ধন অপহরণ করে?

বৃষ্টির জল নিম্ন দেশেই সঞ্চিত হয়। পর্ব্বতশিখর শুষ্ক, কিন্তু উপত্যকা-ভূমি জল পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ইহা যেমন আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, সেই প্রকার আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই সংসারের সম্ভ্রান্ত, ঐশ্বর্য্য-শালী, জ্ঞান গর্ব্বিত ব্যক্তিদিগকে ছাড়িয়া ঈশ্বর-প্রসাদ ক্ষুদ্র, দীন আড়ম্বরহীন নরনারীর উপরে বর্ষিত হইয়া থাকে। ধার্ম্মিকের আনন্দ স্বয়ং ঈশ্বর, তাঁহাকে লইয়াই তাঁহার উৎসব। পৃথিবীর ধন জনের অপেক্ষায় তাঁহার মহোৎসব অপূর্ণ থাকে না, কারণ সকল আনন্দোৎসবের আকর প্রীতিস্বরূপ পরমেশ্বরই তাঁহার কাম্য বস্তু, তাঁহার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার পানীয়, অন্ধকারের আলোক, আত্মার চির ভূষণ ও অনন্ত আশ্রয়।

পৃথিবীকে ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তুমিই কি আমার পূজার বস্তু? সে উত্তর করিল, "না" এবং পৃথিবীস্থ যত কিছু, সকলেই মস্তক নাড়িয়া সেইরূপ

উত্তর দিল। সমুদ্রের গভীরতা ও বিস্তৃতিতে বিস্মিত হইয়া উৎসুক চিত্তে সেই বহুজীবপূর্ণ মহাসাগরকে জিজ্ঞাসা করিলাম তখন সে বলিল আমরা তোমার ঈশ্বর নহি, উর্দ্ধে অন্বেষণ কর। পবনের নিকট গমন পূর্ব্বক পুনরায় সেইরূপ প্রশ্ন করাতে বায়ু উত্তর দিল আমি তাহা নহি, যাহার জন্য তুমি ব্যাকুল ভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। তখন আমি সকলকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলাম তোমরা যদি ঈশ্বর না হও, তাহা হইলে স্পষ্ট করিয়া বল আমার ঈশ্বর কে? আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তাই তোমার পূজনীয় পরমারাধ্য দেবতা, সকলের মুখহইতে এই ধ্বনি শ্রুত ও সেই শব্দে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ভক্তি কুসুম দ্বারা ইষ্টদেবের অর্চ্চনা কর। প্রীতির অঞ্জলী দ্বারা সেই চরণ ধৌত কর, মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। সকল ত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারে হত্যা দাও, কোন অভিলাষ পূর্ণ রহিবে না, বরদাতার নিকট অমরত্বের বর প্রাপ্ত হইবে।

পূর্ণ চন্দ্রের সুস্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোকের নিকট দীপের জ্যোতি যেমন হীনপ্রভ; প্রকৃত ধার্ম্মিকের হৃদয়ও তেমনি অহঙ্কার বিবর্জ্জিত। যাঁহার হৃদয় পবিত্র এবং মহৎ, তিনিই নিরহঙ্কার, বিনয়ী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,সরল এবং আড়ম্বর-বিহীন। তাঁহার শত্রু কেহ নাই, কারণ তিনি সকলকেই প্রিয় আচরণ দ্বারা বশীভূত রাখেন। জগৎ তাঁহার বন্ধু, যেহেতু তাঁহার নিকট ধনী দরিদ্রের প্রভেদ নাই। তিনি মূর্খ ও জ্ঞানীর ব্যবধান রাখেন না, সদ্-ভাবে উত্তেজিত হইয়া সকলের কল্যাণ কামনাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। এই প্রকার হৃদয়ই পূণ্যময় জীবন্ত ঈশ্বরের আবাসস্থল। তিনি আর কিছুই জানেন না, কেবল এই মাত্র জানেন যে তিনি স্বয়ংএবং অন্য সমুদায় পদার্থ ঈশ্বরের। পৃথিবী যেমন নানা ফল পুষ্প-সুশোভিত, তাঁহার অন্তরও সেইরূপ বিবিধ পুণ্য ভূষণে সজ্জিত ও স্বর্গীয় আলোক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত হইয়া চারিদিকে পবিত্রতার কিরণ বিস্তার করে। ইহাই সাধু জীবন।

আদর্শ ব্রহ্মকুমারী।

প্রকাশ্য সামাজিক সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা খ্যাতি লাভ আমাদের দেশের স্ত্রী জাতির পক্ষে অসম্ভব, কারণ তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রের ভূমি সীমাবদ্ধ। স্ব স্ব গৃহের ও পরিবারের ভিতরে ভিন্ন বাহিরের কোন কাজ তাঁহাদিগের দ্বারা সমাধা হওয়া সম্ভব নহে। এই কারণে অনেকে মনে করেন, দেশীয় রমণীদিগের মধ্যে এমন জীবন নাই যাহা আদর্শ রূপে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই বঙ্গসমাজে এমন সকল মহৎ রমণী জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের অজ্ঞাত অপরিচিত জীবন লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে বর্ত্তমান নারী সমাজের বিশেষ কল্যাণের সম্ভাবনা।

অদ্য যে জীবন লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা কাল্পনিক নহে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনা—প্রত্যক্ষ ব্যাপার। যাঁহার কথা লিখিতেছি, ইনি বিনাড়ম্বরে কার্য্য করিয়া পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়াছেন। গোপনে লুক্কায়িত ভাবে উচ্চ-কর্ত্তব্য সাধন করিয়া জীবনের প্রকৃত মহত্ত্বের যে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত হইল।

পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন। পৃথিবীতে এমন ভাগ্য

কয় জনের যে নিজের প্রাণ দিয়া অন্যকে রক্ষা করিতে ব্যাকুল? এত ভালবাসা অসাধারণ। তিনিই ধন্য যিনি স্বীয় শোক দুঃখ ভুলিয়া সমুদয় সুখ লালসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর সেবাতে স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন।

দয়ার সাগর হাউয়ার্ড আপন ভুলিয়া পরিচর্য্যার মন্দিরে প্রিয়তম প্রাণকে বলী দিতে সঙ্কুচিত হইলেন না! মহাত্মা সিড্নি নিজে শুষ্ককণ্ঠ, তথাপি হস্তস্থিত পান পাত্র পরের মুখে ধরিয়া অম্লান বদনে জীবন পরিহার করিলেন, সকলে অবগত আছেন। কিন্তু জগতে কত হাউয়ার্ডের দেবজীবন, কত দয়াবতী স্নেহপরায়ণা ফ্রাইয়ের ন্যায় ভূচারিণী গোপনে আবির্ভূত ও নির্জ্জনে স্ব স্ব মহত্ত্বের প্রভা বিস্তার করিয়া অকালে এ পৃথিবী হইতে দেবলোকে গমন করিয়াছেন, তাহার সংবাদ কেহ রাখে না। নতুবা সংসারে হৃদয় নাই, তাহা নহে। বঙ্গ-গৃহে রত্নের অভাব কে বলিবে?

অন্যের সুখ বর্দ্ধনে আত্মবিসর্জ্জন কত সুখের, একবার ঐ বালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, বুঝিতে পারিবে। পিতা মাতার অতি আদর ও যত্ন পালিত সন্তান কখন কষ্ট কাহাকে বলে জানেন না। সুন্দর-কান্তি, বুদ্ধিমতী, সুশীলা, দুঃখীর প্রতি দয়াশীলা, আত্মীয়

স্বজনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগিণী। বাল্যকাল হইতে হৃদয় এত কোমল, অন্যের অভাব দেখিলে এত কাতর যে যখন ৬। ৭ বৎসর বয়স, তখন কোন স্থানে আসিয়া একটী বালিকার "মা নাই," শুনিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাঁহার সেই নির্দ্দোষ সরলতাপূর্ণ সুন্দর মুখখানি এখনও চক্ষের সমক্ষে বোধ হয়। ১৫। ১৬ বৎসর অতীত হইল, তথাপি সেই স্থান ও দৃশ্য হৃদয়ে সমভাবে জাগরূক রহিয়াছে। সেই দিন হইতে দুই বালিকার হৃদয় যে প্রীতিসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল, কিছুতেই তাহা ছিন্ন নাই। বালিকার সহানুভূতিতে মাতৃহীন শিশুর মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু সে ভাবের অপনয়ন হইল না।

বাল্যকালের কোমল হৃদয় বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিক স্ফুরিত হইতে লাগিল। যে সকল সদ্ গুণ থাকিলে শিশু সকলের প্রিয় হয়, তাহার অভাব ছিল না। তাহার উপর আবার পিতা, মাতা, ভাই ভগিনী প্রভৃতির প্রতি সাধারণ অপেক্ষা অধিক অনুরক্ত, সুতরাং শৈশব হইতেই জীবনের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল বলাযাইতে পারে। কাহারও অসুখ হইলে ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে যত দূর সম্ভব, সময় সময় তদপেক্ষাও অধিক সেবা

করিতে দেখা যাইত, মাতার শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতা প্রযুক্ত কন্যার স্বাভাবিক সেবার ইচ্ছা কার্য্যক্ষেত্র পাইয়া যথা সময়ের পূর্ব্বেই বর্দ্ধিত হয়। অল্পবয়সে ভালরূপ লেখা পড়ার তেমন সুবিধা হয় নাই, ঘরে যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ধার্ম্মিক পিতা এবং অত্যন্ত স্নেহশীলা জননীর নিকট যে শিক্ষা হয়—অর্থাৎ যে হৃদয়ের শিক্ষা লাভ হয়, তাহার কোন অংশেই ত্রুটি হয় নাই এবং তাহাই মহৎ জীবন লাভের কারণ।

অবিবাহিত থাকিয়া ইনি যে প্রকারে ভ্রাতার এবং পরিবারের সেবা করিয়াছিলেন, বিশেষতঃ জেষ্ঠ্যভ্রাতার নিমিত্ত যেরূপ অসাধারণ ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উচ্চ প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অতি আশ্চর্য্য। এক দিন নয়, দুই দিন নয়, চারি বৎসর সমানভাবে ভ্রাতার সেবাই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হয়। সহোদরের প্রতি প্রীতি এত বলবতী ছিল, বিশেষতঃ ভ্রাতা পীড়িত হইয়া অবধি তাঁহার প্রতি স্নেহ এত বৃদ্ধি হয়, যে তাঁহার শুশ্রুষার নিমিত্ত নিজের প্রাণ দিতেও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। রাত্রি দিন এক ভাবে পরিশ্রম করিতে হইলেও কাতর হওয়া দূরে থাকুক, আপনাকে সুখী মনে করিতেন। কিসে দাদাকে সুখে রাখিব, যাহাতে দাদার কোন ক্লেশ না হয় সকল সময়ে এই চিন্তা, ভ্রাতার আহ্লাদে আহ্লাদ, ভ্রাতার

কোনরূপ কষ্টে মর্ম্মান্তিক দুঃখ। যতদিন জীবিত ছিলেন, ভগিনীর এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও কখন ভ্রাতার সেবায় অনুরাগ বা যত্নের শিথিলতা দেখা যায় নাই।

বহুকালব্যাপিনী রোগযন্ত্রণা পীড়িত ব্যক্তির স্বভাবের কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। বিশেষতঃ যে পীড়া আরোগ্যের আশা অতি অল্প, তাহাতে রোগীকে জীবনের উপর অনাস্থা আনিয়া উহার প্রতি উদাসীন করিয়া ফেলে। একে রোগীর সেবা অতি ক্লেশকর, তাহার উপর আবার যখন পীড়িত ব্যক্তির এ প্রকার নিরাশের অবস্থা, তখন তাঁহার মনে স্ফূর্ত্তি বিধান কত কঠিন। নিয়ত তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া অবিচলিত যত্ন ও শুশ্রূষা করিতে হইলে কত ধৈর্য্য, কোমলতা ও স্বভাবের মধুরতার প্রয়োজন। ইঁহার জীবন তাহার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যিনি এই স্নেহ-পরায়ণা ভগিনীকে ভ্রাতার রোগ যন্ত্রণার উপশম করিবার চেষ্টায় ব্যাকুল ভাবে উদুপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত হইতে দেখিয়াছেন, তিনি জানেন ইহাঁর জীবন কি ছিল।

কৌমার্য্যব্রত কি? আত্মবিস্মৃত হইয়া পবিত্র জীবন, পবিত্র কার্য্যে উৎসর্গ করা। সংসারে যত উচ্চব্রত আছে, তন্মধ্যে সেবাই প্রধান বলা যাইতে পারে, কারণ তাহাতেই মনুষ্য ‘আমার” ভুলিয়া পরের জন্য ভাবিতে

শিখে—স্বার্থ ভুলিয়া ত্যাগ স্বীকারের অনুপম আনন্দে হৃদয়কে পুলকিত করিতে সমর্থ হয়।

বালিকার জীবন সেবাতেই আরম্ভ এবং সেবাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। যে ভ্রাতার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, অনেক সময় মাতাও স্বীয় সন্তানের জন্য তত পারেন কি না সন্দেহ। পীড়িত ভ্রাতার সেবা করিবার নিমিত্ত ভগিনী দেশে বিদেশে সমান ভাবে সঙ্গে থাকিয়া সকল প্রকার কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে আপনার ব্রত লক্ষ্য করিয়া এক ভাবে ভ্রাতার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই ভ্রাতার জন্যই তাঁহাকে পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে এবং অনেক দিন অবস্থিতি করিতে হয়।

ভ্রাতার বলিয়া নহে, কিন্তু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যাহার কোনরূপ কষ্ট বা অসুখ হউক, পরসেবা-প্রিয় রমণী সুবিধা পাইলেই সেখানে উপস্থিত হইয়া অতীব আগ্রহ ও যত্ন সহকারে যন্ত্রণার লাঘব করিয়া কত জনের জীবনকে যে আপনার সদ্‌গুণে মোহিত করিয়াছেন, তাহা তিনি জানেন না। স্নিগ্ধ জ্যোতি শুকতারা যেমন অজ্ঞাত ভাবে স্বকীয় সুমিষ্ট দীপ্তিতে দর্শকের আনন্দ বর্দ্ধন করে, এই রমণীও তেমনি স্বীয় সরলতা পূর্ণ পবিত্র সদ্‌গুণের মধুরতায় আত্মীয় বর্গের সুখ বৃদ্ধি করিয়া গুপ্তভাবে এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সকলেই জানেন পশ্চিমে শীত কিছু অধিক। পৌষ মাসে কোন বন্ধু সপরিবারে সেই স্থানে গমন করেন এবং ইঁহাদের বাসায় দিন কয়েক ছিলেন। পীড়িত পত্নীকে আরোগ্য করাই তাঁহার পশ্চিমে যাইবার উদ্দেশ্য। পত্নীর তখন এ প্রকার অবস্থা যে শয্যা হইতে উত্থান করিবারও শক্তি নাই। তাহাতে আবার দুই তিনটি শিশু সন্তন সঙ্গে। বাসায় একটী মাত্র ভৃত্য ছিল। এতগুলি লোক এবং রোগের সেবা করিতে কত আয়াসের প্রয়োজন তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু রমণী কিছুতেই পরসেবায় বিরত হইবার নহেন। যে কয়দিন তাঁহারা ছিলেন, স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া বেলা দ্বিপ্রহর একটার সময় নিজে আহার করিতেন। কেবলই কি ইহা করিয়া ক্ষান্ত, তাহা নহে, আপনার সমস্ত শয্যা ও শীতবস্ত্র তাঁহাদিগকে ব্যবহার করিতে দিয়া দুই তিন রাত্রি অমনি কাটাইয়াছিলেন। তথাপি ভ্রূক্ষেপ নাই। পাছে পীড়িতের সেবা না হয়, ক্ষুদ্র শিশুদিগের যত্নের ত্রুটি হয় এই কেবল ভাবনা। ক্রমাগত সেবা করিয়া এত অভ্যাস হইয়াছিল যে সেবা না করিয়া কোনমতে থাকিতে পারিতেন না। কোন সময় এক দরিদ্রা নারী তাহার শিশু সন্তান লইয়া ইহার নিকট আসে। শিশুটির মস্তকের অর্দ্ধেক প্রায় ঘা হইয়া পচিয়া যাইবার উপক্রম হয়।

শিশুর এই অবস্থা দেখিয়া তিনি তদীয় মাতাকে প্রত্যহ সন্তান সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট আসিতে অনুমতি করিলেন। মাসাবধি প্রত্যহ নিজ হস্তে তাহার সেই ক্ষতস্থান ধৌত ও ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আরোগ্য করেন। শিশুটির যে প্রকার অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে ইঁহার যত্ন না পাইলে যে সে বাঁচিত তাহা বোধ হয় না। ইহাঁর শরীর স্বভাবতঃ তত সবল ছিল না, তাহাতে অল্পবয়স হইতে নানা প্রকার পারিবারিক বিপদ দুর্ভাবনা ও অত্যধিক পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িল। পশ্চিমে থাকিতে থাকিতেই ইনিও ভ্রাতার ন্যায় উৎকট পীড়ায় গুরুতর রূপে আক্রান্ত হইলেন। বহুযত্ন ও চিকিৎসাতেও সে পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার আশা রহিল না। সাত মাস কাল রোগের অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এত দিন রোগ শয্যায় বদ্ধ ও পীড়াজনিত যে ভয়ানক ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহাতেও চিত্তের সহৃদয়তা ও স্বভাবের মধুরতার হানি করিতে পারে নাই। "আর বাঁচিব না" ইহা যখন পরিষ্কাররূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, তখনও কিছুমাত্র অধীরতা বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। যে ভ্রাতার জন্য আত্মজীবন উৎসর্গিত হইয়াছিল, যাঁহার বিপদ আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতেন তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ

শরীর দেখিয়া নিজের সেই অসীম ক্লেশও সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন। পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যাঁহা-দিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, পার্য্যমাণে রোগ যন্ত্রণায় অধীরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্বিগ্ন না করেন, এজন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা দেখা যাইত। মৃত্যুর একমাস পূর্ব্ব হইতে উত্থান শক্তি রহিত হয়। কিন্তু সেই শয়নাবস্থায় চক্ষু নিমীলিত করিয়া কখন বা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করতঃ পরম পিতার পূজাতে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন।

উন্নত স্নেহশীলা পুণ্যবতীর জীবন এক আশ্চর্য্য সামগ্রী। নিজের এত নিদারুণ ক্লেশ, তথাপি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সকলের জন্য ভাবনা—কিসে সকলের সান্ত্বনা হইতে পারে। দৌর্ব্বল্য বশতঃ কথা বলিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি হৃদয় সেই জন্য ব্যস্ত। কাহারও মুখে উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখিলে অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহাকে প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা—

ব্রহ্মকুমারীর জীবন ব্রহ্মের গৌরবে পর্য্যবসিত হইল। তাহার কত রমণীয় শোভা, সেই পবিত্র জীবন কতসুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হয়, পরলোকের চিন্তা কত মধুময়, আত্মার চির নিবাস গৃহে প্রবেশের জন্য হৃদয়ের কি প্রকার ব্যাকুলতা, এই স্বর্গীয় জীবন্ত বিশ্বাসপূর্ণ কুমারীর জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মৃত্যুশয্যা।

সূর্য্য অস্ত গেল, ক্রমে রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে বিস্তৃত হইল—কৃষ্ণপক্ষ নিশি, তাহাতে পল্লীগ্রাম। বৃক্ষ সমূহ রজনীর অন্ধকারকে আরও গাঢ়তর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। চতুর্দ্দিকের গাম্ভীর্য্য আজ দ্বিগুণতর ভাবে কয়েক জনের চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে। একে ঘোর অন্ধকার স্বভাবতঃই হৃদয়ে অনেক প্রকার বিষাদকর ভাবের উদ্দীপক, তাহাতে আজ আবার সকলে মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আসীন। স্থির চিত্তে পাষাণবৎ নিস্পন্দভাবে মাতা হস্ত মধ্যে মস্তক স্থাপিত করিয়া এক দৃষ্টে প্রাণাধিক মুমূর্ষু কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া আছেন।

"বাবা" আর যে পারি না, আর আমার এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না, এই বলিয়া কন্যা পিতাকে নিকটে ডাকিলেন। পিতা কন্যার মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন, "মা"! তোমার আর ভাল স্থানে যাইবার বিলম্ব নাই। তাঁহাকে ডাক, তিনি তোমায় বিশ্রাম দিবেন।" এই কথা শুনিয়া কন্যার মুখ যেন অন্যভাব ধারণ করিল। সেই দুঃখ ব্যঞ্জক ক্ষীণবদনে, বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া যে চক্ষু দীপ্তিহীন হইয়াছিল, সেই চক্ষে ক্ষণকালের নিমিত্ত এক নূতন ভাব প্রকাশিত হইল।

অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে "পিতা! তুমি আমাকে তোমার নিকট লইয়া যাও" এই ভাবের একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিয়া পুনরায় সেই চক্ষুর্দ্বয় উন্মীলিত হইল। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, সকলের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, আর একবার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া "দাদা! আমার আর যাইবার কত বিলম্ব আছে? জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাওয়াতে ক্ষণ কালের নিমিত্ত নিস্তব্ধ হইলেন। দুর্ব্বলতা বশতঃ শ্রান্ত হইয়াছেন মনে করিয়া একটু দুগ্ধ মুখে দেওয়া হইল কিন্তু তখন এ প্রকার অবস্থা যে একবিন্দু জলও গলাধঃকরণ হইল না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনও এমন পরিষ্কার জ্ঞান যে কে বলিবে মুমুর্ষু অবস্থা। দুই হস্তে হস্ত ধরিয়া যাহা বলিবার ছিল, বলিলেন, পিতার দিকে চাহিয়া "বাবা! তবে আমি যাই" এবং অতি সুমিষ্ট ভাল বাসার সহিত "দিদি! তবে আমি যাই" এই কথা বলিয়া নেত্রদ্বয় নিমীলিত হইল। হস্তে হস্ত বদ্ধ রাখিয়াই দেহ হইতে প্রাণ বিমুক্ত হইল। যে ভাবে কথা বলিয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন, তাহা মনে হইলে এখনও হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। ঈশ্বরের প্রতি গাঢ়ভক্তি ও পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে মৃত্যু কি সুখময় তাহা [illegible] [illegible] যেমন অনুভব

করিতে পারিয়াছি, এমন আর কিছুতেই নহে। বিদেশ হইতে গৃহে যাইবার সময় মানুষ যেমন নিশ্চিন্ত ভাবে বন্ধু বান্ধব সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করে, সেইরূপ শান্তভাবে পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বজন সকলের নিকট বিদায় লইয়া সেই নির্দ্দোষ জীবন পরমাত্মার পবিত্র রাজ্যে প্রবেশ করিল। কাহার সাধ্য নাই, সেই চিত্র অঙ্কিত করে।

আমি সত্য সত্য তোমাদিগকে বলিতেছি, যদি গোধূম বীজ ভূমিতে পতিত হইয়া বিনষ্ট না হয়, তবে তাহা একাকী থাকে, কিন্তু যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রচুর ফল প্রসব করে। যে ব্যক্তি স্বীয় জীবনকে প্রীতি করে, সে তাহা হারাইবে এবং যিনি এই পৃথিবীতে আপন জীবনকে ঘৃণা করেন, তিনি তাহা অনন্ত জীবনের জন্য রক্ষা করিবেন।

গোলাপ কলিকা।

পারস্যের রাজোদ্যানে একটী মনোহর গোলাপ গাছ শোভা পাইতেছিল। তৎপুষ্পের অনুপম বর্ণ প্রভা, গঠনের লাবণ্য এবং সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়াছিল। বসন্ত সমাগত হইলে বৃক্ষে

সুকোমল সৌরভময় কলিকা সকল দেখা দিল, কিন্তু তন্মধ্যে একটি কলিকার মনোহারিতা অপ্রতিম, উহা আপন স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে সকলকে মোহিত করিল। কিন্তু হায়! তাহার সুকুমার শোভা সম্যক্ পরিস্ফুট না হইতেই উদ্যান-রক্ষক নিষ্ঠুরভাবে তাহাকে বৃন্ত-চ্যুত করেন। পুষ্পমাতা সন্তানের অভাবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে তদপেক্ষাও সুন্দর দুইটি কলিকা শোভা পাইল, কিন্তু হায়! এবারও মাতার সকল আশা বিফল হইল। অপরাহ্নকালে মুক্তাবিন্দু সদৃশ শিশির কণা যখন তাহাদের সেই গোলাপকান্তিকে—সেই সুকুমার কলিকাদ্বয়ের অপরিস্ফুট সলজ্জ শোভাকে অধিকতর মনোহর করিয়া প্রকাশ করিতেছিল, সেই সময়ে উদ্যানরক্ষক আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ইহাদিগকেও কাটিয়া লইয়া গেল। মাতার হৃদয় ভগ্ন হইল, তিনি শোকে অধীর হইলেন। কিছুকাল পরে তিনি শান্তি পাইলেন। কারণ আর একটি সুন্দরতম কলিকা দেখা দিল। ইহার প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তাঁহার সমুদয় স্নেহ উহাতেই বদ্ধ হইল। তাহার সৌন্দর্য্য শোভার বৃদ্ধি দেখিয়া তিনি দিন দিন আপনাকে সুখী মনে করিতে লাগিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী স্বীয় সুমিষ্ট গানে উহাকে আমোদিত

করিতে লাগিল, কলিকার দল সকল বিকাশোন্মুখ হইল। আর অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, যখন এই পুষ্প সম্যক্ স্ফূরিত হইয়া স্বীয় মধুময় সৌরভে প্রাতঃ সমীরণকে সুবাসিত করিবে। একি হইল, রাত্রি শেষ না হইতে পূর্ব্বাকাশে সূর্য্য দেখা দিবার পূর্ব্বে সেই হীরকোজ্জ্বল শিশির-বিন্দু-শোভিত সুকুমার কলিকা হৃদয় শূন্য রক্ষকের হস্তে নিপতিত হইল। পুনরায় সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা উত্থিত হইল, পরক্ষণেই কোমল কোরক মাতৃবৃন্ত হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরে নীত হইল।

উদ্যান-স্বামীর এই ব্যবহারে মাতার হৃদয়ে যাহা হইল, তাহা কাহার সাধ্য বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়?

নিরাশার অন্ধকার তাঁহাকে এককালে আচ্ছন্ন করিল, একে একে তাহার পত্র স্খলিত হইল, বৃক্ষ শুষ্ক হইতে লাগিল। আর কোন অপরিস্ফুট কোমল কোরক তাহাতে দেখা দিল না। প্রিয় বুলবুলের মধুর কণ্ঠ বৃথা হইল, কারণ এখন আর সে তাহার মনে আনন্দ সঞ্চার করিতে অক্ষম। উদ্যান গৌরব গোলাপ তরু হৃদয়ভেদী বিষাদে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল।

এক দিন পূর্ণিমার সুস্নিগ্ধ নিশীথে যখন উদ্যানস্থিত অন্য সমুদয় কুসুম স্বীয় স্বীয় সৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া হাস্য করিতেছে, বায়ু সৌরভময় হইয়া প্রবাহিত হইতেছে, এমন সময়ে বুলবুল গোলাপকে

সম্বোধন করিয়া বলিল "সুন্দরি! তোমার এ অবস্থা কেন? তোমার বৃন্ত পুষ্পশূন্য কেন? পূর্ব্বের ন্যায় আর কেন উহা সৌন্দর্য্য-সার কুসুম বিতরণ করে না?" গোলাপ উত্তর করিল, "হায়! তুমি কি আমার দুরবস্থার কথা অবগত নহ? তুমি কি জাননা আমার প্রিয়তম সন্তানেরা সৌন্দর্য্য ও সদ্গুণে বিভূষিত না হইতে হইতেই আমার নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে? তুমি কি জ্ঞাত নও নির্দ্দয় মালী অসময়ে তাহাদিগকে আমার স্নেহ ক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়াছে। পরিশেষে যখন এইরূপ ঘটিতেছে, তখন আমি কি আর অমন মনোহর সন্তানদিগকে পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিব? না তাহা পারিব না। আমি নিজেও মরিব! জীবনে আর আমার আস্থা নাই। এই কথা শ্রবণে বুলবুল উত্তর করিল, "গোলাপ প্রসূতি! তুমি কি জাননা তোমার সন্তানেরা কোথায় রক্ষিত হইয়াছে?" গোলাপ বলিলেন, না, আমি কিছুই জানি না, কিন্তু তাহাদিগকে যখন আমার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা এতদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

তখন বুলবুল বলিল তোমার সন্তানেরা কোথায় আছে শ্রবণ কর। আমি রাজগৃহে উপস্থিত ছিলাম, দেখিতে পাইলাম তোমার কুসুমগুলি মূল্যবান স্ফটি-

কাধারে শোভা পাইতেছে। মহারাজ নিজহস্তে সেই গুলি আনিয়া আপন পত্নীকে উপহার দিলেন। আমি দেখিলাম, রাজ্ঞী তাহাদিগকে অতি সমাদরে গ্রহণ ও তাহাদের সুগন্ধ আঘ্রাণ করতঃ অতি যত্নের সহিত স্বস্থানে স্থাপন করিলেন এবং গৃহে যাইবার সময় আপন প্রিয়তম বিশ্বস্ত পরিচারিকাকে বলিয়া দিলেন, দেখিও ইহাদিগের প্রতি যেন কোন রূপ যত্নের ক্রটি না হয়—আমার বিশ্রামের পর আমার চক্ষু যেন ইহাদিগের প্রতিই প্রথম নিপতিত হয়। যদি তাহারা তোমার নিকট থাকিত, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাহাদের সৌন্দর্য্য বিনষ্ট এবং তাহাদের দল সকল বায়ু সঞ্চালনে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত। অনাদরে গোপনে তাহাদের জীবন শেষ হইয়া যাইত। সমুদয় শ্রুত হইলে, আর কি তুমি দুঃখিত হইবে?" "না বুলবুল! না আমার সন্তানেরা যখন আমার প্রভুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে, আমার কর্ত্রীকে আমোদ দিয়াছে, তখন কি আমার দুঃখ করিবার কোন কারণ আছে? না, বরং আমি আমার প্রভুকে কৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ করি। কারণ তাঁহার প্রসাদেই দরিদ্রেরা এত সম্মান সমাদর প্রাপ্ত হইল। আমি পুনরায় আমার ম্রিয়মাণ মস্তককে উত্থিত করিব।

এই প্রকারে সান্ত্বনা পাইয়া গোলাপ জননী পুনর্জীবিত হইল এবং পূর্ব্বাপেক্ষাও প্রচুর সৌন্দর্য্যসার কুসুম সকল তাহাতে শোভা পাইতে লাগিল। মনোহর কুসুম গুলি উদ্যান রক্ষক কর্ত্তৃক গৃহীত হইলেও গোলাপ জননী আর দুঃখিত নহে, বরং আনন্দ সহকারে বলিত "তাহারা আমার প্রভুর নিকট, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর কি হইতে পারে?" যে সকল জননী স্বীয় সন্তান হারাইয়া শোকে অধীর হইয়াছেন, জানিবেন আপনাদের স্নেহের সামগ্রী নষ্ট হয় নাই। আপনারাও গোলাপের ন্যায় বলুন, "তাহারা আমার প্রভুর নিকটে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে?" জীবাত্মা কুসুম স্বর্গোদ্যানে অধিকতর শোভা সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত হইবে বলিয়া আপনাদের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে।

স্নেহের প্রতি দান।

সুরম্য অট্টালিকার সজ্জিত প্রকোষ্ঠে কোন এক রমণী বসিয়া আছেন। গবাক্ষের নিম্নে একটী সুন্দর পুষ্করিণী, তাহার চারিদিকে রমণীয় পুষ্পোদ্যান। দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। অস্তমিত দিনমণির

হেমকান্তি আকাশকে সুসজ্জিত করিয়াছে। শারদা-কাশের সেই নির্ম্মল মনোহারিণী শোভা সরোবরের স্বচ্ছ সলিলে প্রতিবিম্বিত হইয়া আরও মধুর হইয়াছে, পুষ্পের সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। মধ্যে মধ্যে দুই একটি পক্ষীর সুমিষ্ট রবও শ্রুত হইতেছিল।

রমণীর সুন্দর সরল মুখখানি একটু ম্লান, হস্তে এক খানি পুস্তক ছিল, বোধ হয় যেন পড়িতেছেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তিনি পড়িতেছিলেন না। পুস্তক হস্তে ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার চিন্তা অন্য বিষয়ে ন্যস্ত। কখনও আকাশের প্রতি কখন বা সম্মুখস্থ কুসুমোদ্যানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। মধ্যে মধ্যে সেই কোমল সারল্যপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় অধিকতর উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিতেছিল। কি ভাবান্তর হইল, রমণীর আরক্ত লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। "জীবন দুঃখময়, ইহাতে কিছু মাত্র সুখ নাই" এই বলিয়া অন্তরের গভীর বিষাদব্যঞ্জক একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

সু-লতা কোন ধনীর একমাত্র সন্তান। পিতার অতুল ধনের আর দ্বিতীয় অধিকারী নাই। অভাব কাহাকে বলে জানেন না। বয়স অনুমান বিংশতি বৎসর। বহুমূল্য বসন ভূষণে সর্ব্বদা সজ্জিত, অতুল ঐশ্বর্য্য, মনোহর সৌন্দর্য্য, সুকুমার কান্তি, কিছুরই

অসদ্ভাব নাই। এত সুখ সম্পদে বর্দ্ধিত হইয়াও সুলতার মনে শান্তি নাই। তাঁহার শান্ত সুকোমল মুখশ্রী আজ মলিন হইয়াছে। বহু যত্ন লব্ধ মূল্যবান সামগ্রী, অগণ্য দাস দাসী, প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের অসীম স্নেহে বেষ্টিত, তথাপি তিনি বিমর্ষ। ক্ষণে ক্ষণে করতলে কপোল সংলগ্ন করিয়া কি ভাবিতেছেন! আপনা আপনিই বলিতেছেন "আমার ন্যায় দুঃখিনী আর কে আছে! গীতবাদ্য আমোদ প্রমোদ কিছু-তেইত আমায় সুখ দিতে পারে না। অবশ্যই পার্থিব সুখের অতীত কিছু আছে, নতুবা হৃদয় কেন সর্ব্বদা কোন অসামান্য বস্তু পাইবার জন্য লালায়িত হয়? প্রকৃতির শোভা দর্শনে কেন আমার হৃদয় স্তম্ভিত হয়! শিশুর ন্যায় সাংসারিক ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া সন্তুষ্ট থাকিব, আমার জীবনের কি আর কোন উদ্দেশ্য নাই? আমি কি কেবল মাত্র নিজে সুখ সম্ভোগ করিব বলিয়া এ পৃথিবীতে আসিয়াছি? সংসারে শত শত দুঃখী আছে আমি তাহাদের অপেক্ষা কিসে শ্রেষ্ঠ? কৈ এ পর্য্যন্ত আমিত এক জনেরও শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হই নাই! পৃথিবীতে কিসের জন্য আসিলাম? আমার কার্য্য কি?" এই সমুদয় বিষাদকর চিন্তাতেই রমণীর মুখ আজ বিষন্ন, চক্ষু সজল।

ক্রমে সূর্য্য অস্তমিত হইল আকাশে দুই চারিটি নক্ষত্র দেখা দিল। চিন্তামগ্ন রমণী পুস্তক রাখিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া পুষ্করিণীর নিকটে গেলেন। অন্যমনস্কতা বশতঃ বেড়াইতে বেড়াইতে উদ্যান প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় কোন এক দরিদ্র প্রতিবেশীর ভগ্নকুটির হইতে পীড়িত শিশুর অস্ফুট ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন। তাঁহার যেন চেতনা হইল। দ্রুতপদে সেই কুটিরের দিকে চলিলেন। উহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন এক দরিদ্র বিধবা একটি শীর্ণ মৃত প্রায় শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন, ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিধান, উপযুক্ত আহার ও যত্নাভাবে বাল-সুলভ কোমলতা বিহীন আর পাঁচটি শিশু তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বালিকার সুন্দর নির্দ্দোষ মুখ খানি দেখিয়া রমণীর চিত্ত কোন অপূর্ব্ব ভাবে আর্দ্র হইল, হৃদয় দয়াতে উচ্ছলিত হইয়া গেল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। পীড়িত সন্তানটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন। আপনি তাহার সমুদয় ভার লইবেন বলিয়া মাতার নিকট ইচ্ছা ও অনুরোধ জানাইলেন। সন্তানের নিমিত্ত যত কেন ক্লেশ সহ্য করিতে হউক না, মাতার স্নেহ যত্ন অশ্রান্ত। দুঃখিনী বিধবা প্রথমে সম্মত হইলেন না, কিন্তু অবশেষে তাঁহার আগ্রহ ভাব দেখিয়া স্বীয় তনয়ার জীবনা-

শায় তাঁহার হস্তে উহাকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রমণীর জীবনের কার্য্য আরম্ভ হইল, পীড়িত শিশুকে আপন গৃহে আনিয়া অশেষ প্রকারে তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। স্থানের পরিবর্ত্তনে ও নূতন দৃশ্যে শিশু বাল-সুলভ হর্ষও বিস্ময়ের সহিত চারিদিক্ দেখিতে লাগিল, এবং রমণীর সুন্দর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। বালিকার আমোদের নিমিত্ত কত প্রকার খেলানা আনা হইল, কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস পুস্তক সংগ্রহ করা হইল।

বালিকা যদিও দরিদ্র বিধবার কন্যা, কিন্তু তাহার মাতা ধার্ম্মিকা। মাতৃস্তন্য পানের সহিত শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই বালিকা পঞ্চবর্ষীয়া মাত্র, তথাপি মাতার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ ও আন্তরিক আস্থা দেখিয়া শিশু-হৃদয় ঐ দিকেই আকৃষ্ট হইত; মাতা তাহাকে লইয়া প্রার্থনা করিতেন। শিশু যেমন দেখে তেমনি শিখে। সে বৃহৎ কোমল চক্ষু দুটি রমণীর দিকে ফিরাইয়া বলিল "মা যেমন আমার কাছে বসিয়া প্রার্থনা করিতেন, তুমিও তেমনি কর।"

"ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা !!" সুলতা চমকয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ধনীর একমাত্র আদরের সন্তান, অশেষযত্নে প্রতিপালিত, সাং-

সারিক কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই, কিন্তু প্রার্থনার মধুরতা কি তাহা এপর্য্যন্ত কেহই তাঁহাকে শিখায় নাই। বালিকার মুখে ধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাঁহার চক্ষে জল আসিল। ক্ষুদ্র শিশু আজ গুরু হইয়া তাঁহাকে দীক্ষিত করিল। রমণীর কণ্ঠ রোধ হইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন "মৃদু!' আমাদের দুজনের জন্য প্রার্থনা কর।" মৃদুর বালোচিত সরল সুমিষ্ট প্রার্থনায় সুলতার হৃদয় একেবারে দ্রব হইয়া গেল।

সম্পদ ঐশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত হইয়া, সকল প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়াও তাঁহার যে জন্য অভাব বোধ হইত আজ সুকুমার শিশুর নিকট তাহা লাভ করিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল, কিন্তু এখন আর সে বিষাদের অশ্রু নহে। সেই আয়ত লোচন দ্বয় পুণ্য প্রভাবে অধিক উজ্জ্বল হইল, সুন্দর মুখ কান্তি পুণ্যজনিত শান্তিতে অধিকতর মনোহর হইল।

একটি কথায় জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, একটি ঘটনা ব্যক্তি বিশেষকে দেব তুল্য উন্নত করিয়া দিতে সমর্থ হয়। সু-লতার তাহাই হইয়াছিল। প্রার্থনার শান্তিদায়িনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া জীবন ঈশ্বর চরণে উৎসর্গিত হইল। পৃথিবী দুঃখময় জীবন দুর্ব্বিষহ ভার, এ কথা আর কখন তাঁহার মুখ হইতে নির্গত

হয় নাই। পুণ্য ছবি রমণীর জীবন জগদীশ্বরের পূজায় ও পরসেবায় পর্য্যবসিত হইল।

—∞∞—

আর দুইটী স্বর্গে।

একটী ক্ষুদ্র অথচ সুপরিষ্কৃত কুটীর। বাহির হইতে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয়, যদিও তাহা মূল্যবান গৃহসজ্জায় পরিশোভিত নহে, তথাপি পরিচ্ছন্নতা, সুরুচি ও সামান্য শিল্প চাতুর্য্য দ্বারা যতদূর সম্ভব সজ্জিত। কুটীরের সম্মুখেই অল্প পরিসর একখণ্ড ভুমি। কয়েকটী সুন্দর, সৌরভ পূর্ণ, পুষ্পবৃক্ষ ও লতা দ্বারা স্থানটুকু একটী মনোহর পুষ্পোদ্যানের শোভা ধারণ করিয়াছে। তরুলতা গুলির তেজস্বিতা ও সজীবতা দেখিয়া বোধ হয়, অধিস্বামী বিশেষ যত্নের সহিত উদ্যানটীর শ্রী-সম্পাদনে ব্যস্ত। যদিও উদ্যানটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিষয়ে বিচিত্রতা কিছুই নাই, যদিও সেই সকল পুষ্প ও লতা, আমাদের দেশে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি জানি না কেন তাহার নীরব সৌন্দর্য্য আমার শোকভারগ্রস্ত বিষাদময় হৃদয়কে অতর্কিত ভাবে মোহিত করিল। ক্রমে আমি উদ্যানটীর সম্মুখীন হইলাম, দেখি তথায় স্বাস্থ্য ও প্রফুল্লতার জীবন্ত মূর্ত্তি দুইটী শিশু বাল্য ক্রীড়ায় ব্যস্ত।

প্রথম দর্শন মাত্র তাহাদিগকে কোলে লইবার জন্য হৃদয় ব্যগ্র হইল। প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় তাহাদের সেই সুন্দর নির্দ্দোষ মুখকান্তিতে বালোচিত সরলতা মধুরতা বিরাজ করিতেছিল। আমি বিমুগ্ধের ন্যায় অনিমেষ নয়নে সেই কোমল সৌন্দর্য্যপূর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। হঠাৎ অনেক দিন হায়! যে ধন হারাইয়াছি,—যাহার মনোহর ছবির অনুরূপ এ পৃথিবীতে দেখিতে পাই না—সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। কালচক্রের ঘোর আবর্ত্তনে অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায় যে কুসুম কলিকাটী অকালে শাখাভ্রষ্ট, দলিত ও অবশেষে পৃথিবীর ধূলিতে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, এ দগ্ধ স্মৃতি তাহা আবার হৃদয়ে জাগাইয়া দিল। সেই কাল দিনের কথা স্মরণ হইবা মাত্র বোধ হইল, যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকাঘাতে হৃদয়ের গ্রন্থি সকল ছিন্ন হইয়া গেল। ভাবিলাম আমার ন্যায় দুর্ভাগিনী কে? আমার ন্যায় অল্প বয়সে শোকের বিষম তীব্রতা কয়-জনে আস্বাদ করে? ব্যাকুল হৃদয়ে শিশু দুইটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ভাই ভগ্নীতে তোমরা কয়জন?" একটী শিশু বলিল "আমরা ভাই ভগ্নীতে চারিটি।" আমি বলিলাম "আর দুইটী কোথায়?" শিশুটী তখন দৌড়াইয়া উদ্যানে প্রবেশ পূর্ব্বক দুইটী বৃক্ষের প্রতি অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া বলিল "আমার দুইটী ভগ্নী

এখানে।" আমি তাহার মর্ম্ম ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। শিশুটীর কথা গুলি মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে অর্দ্ধবয়স্কা সৌম্যমূর্ত্তি একটী রমণী জল সেচনার্থে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র শিশু দুইটী "মা" "মা" বলিয়া দৌড়াইয়া তাঁহার অঞ্চল ধারণ করিল। আমি হৃদয়ের উদ্বেলিত ভাব কথঞ্চিৎ দমন করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তোমার কি এই দুইটি মাত্র সন্তান?" তন্মুহূর্ত্তেই রমণী প্রশান্ত স্বরে উত্তর করিলেন "না আমার ৪টি সন্তান।" "আর দুইটি কোথায়?" তখন স্নেহময়ী জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ সহকারে নীল আকাশ দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন "আর দুইটি সন্তান ঐ স্বর্গে, আর এই দুইটি আমার নিকটে। স্বর্গগামী সন্তানদ্বয়ের নশ্বর দেহ এখানে সমাহিত হইয়াছে বলিয়া তাহাদের স্মরণার্থে আমার কায়িক শ্রমে এ স্থানটি সামান্য উদ্যানের মত হইয়াছে। সন্তান দুইটি জীবিত থাকিলে তাহাদিগকে কত যত্নে লালন পালন করিতে হইত। স্বর্গস্থ সন্তান দুইটির জন্য কিছু করিতেছি, এই ভাবিয়া উদ্যানস্থ এই তরুলতা গুলির সেবা করিয়া থাকি।" এই কথা গুলি শুনিয়া আমার শোকদগ্ধ হৃদয় সান্ত্বনার পথ পাইল। পূর্ব্বে ভাবিতাম আমার ন্যায় হতভাগ্য কে? এখন

বুঝিলাম যে শোক অনেক হৃদয়কেই অন্ধকার করে, তবে তাহা বহনের শক্তির বিভিন্নতা আছে। সন্তানেরা ইহলোক ছাড়িয়াছে, এ পৃথিবীতে তাহাদের কোন চিহ্ন নাই, তথাপি তাহার মাতারা সন্তান বলিয়া গণ্য। তাহাদের মৃত্যুর পর অন্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়া জননীর সন্তাপিত বক্ষঃ শীতল করিয়াছে বটে, তথাপি তাঁর হৃদয়ে তাহাদের স্থান স্বতন্ত্র ও শূন্য রহিয়াছে। যত সন্তান হউক, সেই স্থান কাহার দ্বারা পূর্ণ হইবে না। সকলে তাহাদিগের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে, কিন্তু জননী প্রতি কার্য্যে তাঁহার হারানিধিকে স্মরণ করেন। তিনি সর্ব্বদা ভাবেন সেই সন্তান তাঁহারই। এই পৃথিবীর শুষ্ক ঊষর ভূমি তাহার কোমল হৃদয়ের উপ-যোগী নহে বলিয়া ঈশ্বর স্বয়ং সেই তরুটীকে তুলিয়া লইয়া এমন উর্ব্বর ভূমিতে রোপণ করিয়াছেন, যে স্থানে তাহার পূর্ণ বিকাশ ও মনোহর শোভা প্রত্যেক চক্ষুকে বিমুগ্ধ করিবে। পাঠিকা! ইহাই প্রকৃত মাতৃস্নেহ। সন্তান বিয়োগে সকল জননীই শোকে অস্থির হন, কাঁদিয়া চক্ষু দৃষ্টিহীন, অনাহারে শরীর শীর্ণ করেন। কালসহকারে শোকের বেগ মন্দীভূত হইয়া আইসে। ক্রমে নূতন সন্তান আসিয়া মৃত সন্তানের স্থান পূর্ণ করে, পৃথিবীতে এক সময়ে তাহার যে অস্তিত্ব ছিল, অবশেষে তাহাও পর্য্যন্ত সকলে ভুলিয়া

যায়। এ অবস্থায় কয়জন মাতা মৃত সন্তানকে ভাবিয়া থাকেন? পাঠিকা! প্রকৃত মাতৃস্নেহ ইহা হইতে অনেক অংশে মহত্তর। ভুলিয়া যাওয়া স্নেহের ধর্ম্ম নহে, তাহা পার্থিব সুখের মত্ততা মাত্র। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহার কার্য্য কখন অমঙ্গল আনয়ন করে না। একটী সরল, পবিত্রতার আদর্শ, সুন্দর শিশু আচম্বিতে অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া পিতা মাতাকে শোকে ভাসাইয়া যায়, এ দৃশ্য হৃদয়ভেদী বটে, তথাপি কি ইহাতে শিক্ষার বিষয় কিছুই নাই? একটী ক্ষুদ্র শিশু নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবনদ্বারা সংসারমুগ্ধ পরকাল-বিস্মৃত জনক জননীকে যে শিক্ষা দিয়া যায়, ধর্ম্ম বিষয়ক বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থ পাঠদ্বারা সেই শিক্ষা লাভ সম্ভব হয় না। শোকাতুরা জননি! তোমার স্নেহের ধন যেস্থানে, তাহার বিষয় জানিতে কি তুমি ব্যগ্র হও না? যাহাকে ভাল বাস সে যে স্থানে থাকুক, সেই স্থানে যাইতে স্বাভাবিক ব্যগ্রতা নিশ্চয়ই জন্মিয়া থাকে। তোমার নির্দ্দোষ শিশু সংসারের মলিনতা, অপবিত্রতা যাহাকে এক দিনের জন্য স্পর্শ করিতে পারে নাই, সেই পবিত্র কুসুম কলিকার আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজের হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়া সেই দিব্যধামে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হও। নূতন স্থানে কি প্রকারে যাইবে সে চিন্তা করিও না, তোমার ক্ষুদ্র

শিশু ঊর্দ্ধহইতে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবে।

জীবন্ত ধর্ম্মভাব।

"অসার সংসার মাত্র আছে, এক ধর্ম্ম,
তাহা ছাড়ি কি মতে করিব অন্য কর্ম্ম ?
ধিক্ ধিক্ সে হায় সুখের অভিলাষ,
ধর্ম্ম ছাড়ি অধর্ম্মে যে করে সুখ আশ।
বৈধব্য যন্ত্রণা যদি থাকে মোর ভোগ,
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ,
কি করিব সুখে পিতঃ কত কাল জীব,
অধর্ম্মেতে চিরকাল নরকে থাকিব।" (সাবিত্রী)

যে রমণী বিবেকের অনুরোধে স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত নিঃস্বার্থ ভাবে এই কথা গুলি বলিতে পারেন তিনিই রমণীকুলের রত্ন—বনে বাস করুন, আর শত গ্রন্থি বিশিষ্ট জীর্ণবস্ত্র পরিহিতা হউন, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখে কে ?

সাবিত্রী রাজার কন্যা,রূপবতী ও অশেষ গুণালঙ্কৃতা, ইচ্ছা করিলে রাজমহিষী হইতে পারিতেন। সাংসারিক সুখের বাসনা থাকিলে কোন রাজ্যেশ্বরকে বরণ

করিয়া মণি মাণিক্যে ভূষিত, দাস দাসীতে পরিবেষ্টিত ও মান মর্য্যাদায় আপনাকে ভাগ্যবতী মনে করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকারের লোক ছিলেন না। তাঁহার চিত্ত অন্য উপাদানে গঠিত। পার্থিব সুখ লালসায় সে চিত্ত আকৃষ্ট হইবার নহে। তাঁহার জীবন ভূতলে সতী নারীর যে উচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা প্রত্যেক রমণীর স্মৃতিপটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য।

পুণ্যবতী সাবিত্রীর মুখোচ্চারিত বাক্যগুলি কি উন্নত কি গভীর মহৎভাবে পূর্ণ! সকলেরই উচিত এই উক্তিটী কণ্ঠস্থ রাখিয়া স্ব স্ব জীবনকে তাহার উপযুক্ত করেন।

ব্রত কাহাকে বলে? জীবনের কার্য্য অবধারণ করিয়া তদ্গত চিত্তে সেই বিষয়ে নিযুক্ত থাকা। যে কার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে, তন্নিমিত্ত প্রয়োজন হয় ত আত্মপ্রাণকে উৎসর্গ করা—ইহাই ব্রত, ব্রতের আর অন্য অর্থ নাই।

বাজারের পথে, কোন কুকুরের মৃত শরীর পতিত

দেখিয়া কেহ বলিতেছিল কি ঘৃণা!! কেহবা বলিল এমন কদর্য্য দৃশ্যত্ত কখন দেখি নাই? এই প্রকারে দর্শকমাত্রেই একটা কথা বলিয়া ঘৃণার সহিত সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল। ঈশা সেই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, তিনি সেই শবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ বলিয়া উঠিলেন, "ইহার দন্তের শ্বেত শোভার নিকট মুক্তাও মলিন বোধ হয়।" আপনার দোষ বিস্মৃত হইয়া কেবল অন্যের দুর্ব্বলতা অন্বেষণ করিও না। নিজের অপরাধ দেখিয়া তৎ-শোধনে যত্নবান হও। অন্যের গুণ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ কর।

এক ব্যক্তি ঈশার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, প্রভু! কি করিলে আমি অমর জীবনের অধিকারী হইতে পারি? ঈশা উত্তর করিলেন, শাস্ত্রে কি পড়িয়াছ? তখন আগন্তুক বলিল সমুদয় শরীর মন ও আত্মার সহিত প্রভু পর-মেশ্বরের পূজা কর এবং প্রতিবেশীকে আত্মবৎ প্রীতি কর, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। ঈশা বলিলেন ঠিক্ বলিয়াছ, এইরূপ কার্য্য কর, মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল; আমার প্রতিবেশী কে? এতৎ-শ্রবণে ঈশা প্রত্যুত্তর করিলেনঃ—কোন ব্যক্তি বাটী

হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিতেছিল, পথি মধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল, তাহারা তাহাকে সমুদয় দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ ও তাহাকে আহত করিয়া পথ প্রান্তে ফেলিয়া পলায়ন করিল। হঠাৎ সেই পথ দিয়া জনৈক পুরোহিত গমন করিতেছিলেন, মৃতপ্রায় পথিকের প্রতি মনোযোগ না করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথমোক্তের ন্যায় চলিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে অপর এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়া যাইতে পথপার্শ্বে পতিত সেই মৃতপ্রায় আহত ব্যক্তির দুঃখ দর্শনে দয়াদ্র্র হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার ক্ষত স্থানে ঔষধ প্রয়োগ ও যত্ন সহকারে আপন অশ্বে আরোহণ করাইয়া নিকটবর্ত্তী পান্থশালায় উপস্থিত হইল এবং অশেষ প্রকারে তদীয় শুশ্রুষায় নিযুক্ত রহিল। পর দিবস পান্থশালার অধ্যক্ষকে পীড়িতের সেবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় কয়েকটী মুদ্রা দিয়া বলিল, "আমি যত দিন না আসি,এই ব্যক্তিকে যত্ন করিবে, আমি আসিয়া তোমায় পুরস্কৃত করিব।'

বল এই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে আহত ব্যক্তির প্রতিবেশীর কাজ করিল? তখন সে বলিল তৃতীয় ব্যক্তি, যে দয়াদ্র্র হইয়া আহত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত ছিল।

তখন ঈশা তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, 'যাও, তুমিও এইরূপে কার্য্য কর।"

প্রীতি।

এই সংসার চক্র ঘুরিতেছে। সকলেই তদ্দ্বারা দিবা নিশি ঘূর্ণিত হইতেছে। কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান, তিনি ইহার ভিতরে থাকিয়াও আপনাকে দৃঢ় রাখিতে পারেন। নির্ব্বোধ অবিশ্বাসীদেরই বিপদ। তাহারাই আপনাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম, সুতরাং পদে পদে পতনের সম্ভাবনা। ভালবাসা না থাকা মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ. কিন্তু এই বৃত্তির বশীভূত হইয়া যিনি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন, স্বীয় কর্ত্তব্য অবহেলা করেন, তিনি উহার অবমাননা করেন। প্রীতি ঈশ্বর প্রদত্ত অমূল্য ধন, ইহা পার্থিব পদার্থ নয়। ইহা স্বর্গের সামগ্রী। এতদ্ভিন্ন এক মুহূর্ত্ত চলে না। মাতৃ স্নেহ না পাইলে মানুষ কোথায় থাকিত ?

কি আশ্চর্য্য ! এক প্রীতি কত ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে। মাতার স্নেহ, সন্তানের ভক্তি, সতীর প্রেম এগুলির ন্যায় মধুর ভাব জগতে অতি অল্পই আছে। যে ভালবাসার মূল সেই প্রীতিস্বরূপে আবদ্ধ, তাহাই স্বর্গীয়, তাহাই চিরস্থায়ী।

পশুতেও সন্তানকে ভাল বাসে। পক্ষিণী, সঙ্গি-বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু ইহাদের ভাল-বাসা আর মানুষের ভালবাসা এ দুয়ের অসীম প্রভেদ। ইহার কারণ মনুষ্য আত্মাবিশিষ্ট জীব।

মনুষ্য যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে এমন শ্রেষ্ঠ ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে প্রাণ পণে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। প্রীতির অপব্যবহারই নরক। পবিত্র প্রীতি পরমেশ্বরের ছবি স্বরূপ। উহা দ্বারাই আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই। নির্ম্মল প্রীতিই এই দুঃখময় সংসারে স্বর্গ আনিয়া দেয়। মানুষের মুখকে দেবশ্রীতে শোভিত করে। উহা পুষ্প সৌর-ভের ন্যায় মনোহারীও চন্দ্রমার সুশীতল কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধকারী। চন্দ্রকিরণ যেমন কুৎসিতকেও সুন্দর করিয়া লয়, প্রীতিও সেইরূপ আপনার সুকোমল শান্ত পবিত্র ভাব দ্বারা মহা পাপীর হৃদয়কে ভেদ করিয়া আলো-কিত করে। প্রীতি সকলকে আপনার মত সুন্দর করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ইহা নিঃস্বার্থ। কোন লাভের আশা, ইহা হইতে দূরে থাকে।

যাঁহার হৃদয় এরূপ প্রীতির আলয়, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য নামের উপযুক্ত। তিনি ইহলোকে উচ্চ আসন এবং পরলোকে দেবতাদিগের সহবাস লাভ করেন। পৃথিবীর অসার দুঃখ কি সুখ, তাঁহার উন্নত অন্তঃ-

করণকে পরিম্লান করিতে পারে না। তিনি এ সমু-দয়ের মধ্যে থাকিয়াও দূরে বাস করেন। তাঁহার প্রশস্ত মন অতি উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়া এই সংসারের ভিতরেও স্বর্গ সুখ অনুভব করে।

প্রীতি গম্ভীর এবং অতলস্পর্শী; অথচ দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ও স্ফটিক তুল্য নিষ্কলঙ্ক। সংসারিক কোন পদার্থের সহিত তাহার তুলনা অসম্ভব।

হে প্রীতি স্বরূপ ঈশ্বর, তোমার প্রীতি কি নির্ম্মল, কি সুন্দর! আমি ভাবিতে গিয়া অবাক্ হইয়া যাই, কিছু বুঝিতে পারি না। আমাদিগকে কি উচ্চ অধিকারই দিয়াছ, কিন্তু বড় দুঃখ হয় যে আমরা তোমার দানের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারি না। স্বর্গীয় মা! তোমার কন্যাদিগকে উপযুক্ত কর, তোমার দেওয়া হৃদয়কে তুমি স্বর্গের উপযোগী করিয়া লও, আমাদের দুর্ব্বল চেষ্টার তুমি সহায় হও। তোমার পবিত্র প্রীতির আদর্শ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত কর। সংসারের মলিনতা ও পাপ হইতে উদ্ধার করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রীতিসাগরে মগ্ন কর। পার্থিব নীচ কামনা যেন তোমার কন্যাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকে। ব্রহ্মকুমারীদিগকে হস্ত ধরিয়া পুণ্যের পথে লইয়া চল।

বুদ্ধের জীবন।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধকে গৌতম ও শাক্যসিংহও বলিয়া থাকে। বুদ্ধ কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধদানের এক মাত্র সন্তান। ইঁহার মাতার নাম মায়া দেবী। অতি অল্পবয়সেই বুদ্ধদেব মাতৃহীন হয়েন। অতি অল্প বয়স হইতেই তিনি সঙ্গীদিগের সহিত একত্র হইয়া ক্রীড়া করা অপেক্ষা নির্জ্জন বনে বসিয়া একাকী চিন্তা করিতে অধিক ভাল বাসিতেন। তাঁহার এই প্রকার ভাব দেখিয়া তাহাহইতে অন্যমস্ক করিবার জন্য রাজা শুদ্ধদান ত্বরায় পুত্রের বিবাহ দিলেন। এইরূপে পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল বটে, কিন্তু রাজ-পুত্রের মনের ভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি পূর্ব্ববৎ গভীর চিন্তায় মগ্ন রহিলেন। "পার্থিব কিছুই স্থায়ী নহে, সকলই অনিত্য, জীবন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায়—এই অকটু আলোক দেখা দিল, আর নাই। মানুষ কোথা হইতে আসে, অবশেষে কোথায় যায় কেহ জানে না। এই সকল দেখিয়া বোধ হয় অবশ্যই এমন কোন শ্রেষ্ঠ সামগ্রী আছে, যাহা লাভ করিলে আর অশান্তি থাকে না। আমি যদি সেই

শান্তি উপার্জ্জন করিতে পারি, পৃথিবীকে উদ্ধার করিতে পারিব !”

তাঁহার মনে কেবল এই সকল প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল। রাজা পুত্রের অবস্থা দেখিয়া দিন দিন অধিক ব্যস্ত হইতে লাগিলেন এবং বুদ্ধের মনে আনন্দ বর্দ্ধনের নিমিত্ত অশেষ উপায়ে বিধানে ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। একদিবস বুদ্ধ সহচর সমভিব্যাহারে স্বীয় প্রমোদ উদ্যানে গমন করিতেছেন, প্রথমতঃ কি দেখিলেন, না এক জন লোলচর্ম্ম দন্তহীন বৃদ্ধ যাহার মস্তকে একটি কেশ নাই, স্বীয় যষ্টি ভর করিয়া কোন প্রকারে চলিতেছে। রাজপুত্র বিস্মিত হইয়া ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন“এই যে ক্ষুদ্র, কুঞ্চিতশরীর, শ্বেতমস্তক, দন্ত-হীন দুর্ব্বল ব্যক্তিকে দেখিলাম, এ কে ? এই ব্যক্তিই বিশেষ কারণে এরূপ হইয়াছে, না সকল জীবের পরিণাম এই প্রকার ?” তখন ভৃত্য বলিল “প্রভো ! বার্দ্ধক্য বশতঃ উহার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, নানা ক্লেশ ভোগ করাতে উহার বল ক্ষয় পাইয়াছে এবং অকর্ম্মণ্য হওয়াতে শুষ্ক পত্রের ন্যায় আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্তি বিশেষের যে এ প্রকার হয় তাহা নহে, সকল মানুষেরইচরম দশা এই রূপ। সুন্দর যুবা বয়সের নিকট পরাজিত হয়।”

এই বাক্য শ্রবণে রাজকুমার বিমর্ষ ভাবে বলিলেন "হায়! মানুষ কি এত মূর্খ এত নির্ব্বোধ, যে যৌবন মদে মত্ত হইয়াস্বীয় বার্দ্ধক্যের কথা বিস্মৃত হয়? আমি কি? আমার নিমিত্ত জরা অপেক্ষা করিতেছে; তবে, আর আমি আমোদ লইয়া কি করিব? এই চিন্তা এত দূর প্রবল হইল যে তাঁহার আর সে দিন উদ্যানে যাওয়া হইল না।

আর এক দিন তিনি আমোদ কাননে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন পথপ্রান্তে এক পীড়িত ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ধুলিধূষরিত হইয়া পড়িয়া আছে, নিকটে বন্ধু বান্ধব কেহ নাই, এবং সেই হত-ভাগা মৃত্যু ভয়ে ভীত হইয়া চারিদিকে সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এই দৃশ্য দর্শনে বুদ্ধের হৃদয় কম্পিত হইল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে বলিলেন "এমন মানুষ জগতে কে আছে যে এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়াও পুনরায় আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হইতে পারে?"

এই দুইটি দৃশ্য তাঁহার মনে মহা আন্দোলন আনিয়া দেয়। এমন সময় কে তাঁহার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল? তিনি দেখিলেন এক মৃতশরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত, তৎসঙ্গে আত্মীয় স্বজন কেহ উচ্চৈঃ-স্বরে ক্রন্দন করিতেছে, কেহ বক্ষে করাঘাত পূর্ব্বক

বিলাপ করিতেছে, কেহ শোকবিহ্বল হইয়া কেশ ছিঁড়িতেছে, কাহারও আর্ত্তনাদ চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া তুলিতেছে। তখন বুদ্ধ মহা বিষাদে বলিতে লাগিলেন, যৌবন কি? যদি তাহা বার্দ্ধক্যে পরিণত হইল; স্বাস্থ্য কি? যদি রোগ আসিয়া তাহার সুখকে অপহরণ করিল; এ জীবনেই বা আনন্দ কি? যখন তাহা এত অল্পস্থায়ী, জরা রোগ, ও মৃত্যুর অধীন। আর কেন? যাহাতে মুক্তি পাইব, সেই পথ অন্বেষণ করি। যখন তাহার মনের ভাব এইরূপ, তখন গৈরিক বসনধারী,কমণ্ডলু হস্ত, শান্তমূর্ত্তি এক ভিক্ষুকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি উৎসুকচিত্তে ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কে?

ভৃত্য উত্তর করিল, "রাজকুমার! এই ব্যক্তি সংসারে সুখাভিলাষ ও সকল প্রকার সাংসারিক বাসনা পরিত্যাগ করতঃ কঠোর সাধনে জীবন অতিবাহিত করে। ঈর্ষা দ্বেষ বিবর্জ্জিত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।"

"ইহাই উত্তম। ভক্তের জীবন চিরদিন জ্ঞানীদিগের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে, উহাই আমার এবং আর সকলের আশ্রয়স্থান হইবে, কারণ উহা দ্বারাই আমরা অমরত্ব এবং নিত্যসুখ লাভে

অধিকারী হইব।” এই ভাবিতে ভাবিতে রাজপুত্র গৃহে আসিলেন।

পিতা এবং পত্নীকে মনের ইচ্ছা জানাইয়া কোন এক রাত্রিতে যখন সমুদায় রক্ষীবর্গ নিদ্রিত, এমন সময় বুদ্ধ পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সমস্ত রাত্রি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি আপন অশ্ব এবং যে সমুদয় অলঙ্কারাদি সঙ্গে ছিল, সমুদয় ভৃত্যকে দান করিয়া বন প্রবেশ করেন। যে স্থানে বুদ্ধ ভৃত্যকে বিদায় দেন, সেই স্থলে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত আছে, গোরখপুরের পঞ্চাশ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ অংশে কুশীনগরের বনপ্রান্তে সেই স্তম্ভ অদ্যাপি বিদ্যমান।

গৃহত্যাগের পর বুদ্ধ কোন এক বিখ্যাত ব্রহ্মণের নিকট শিক্ষার্থ অবস্থিতি করেন। সেখানে যাহা শিখিলেন, তাহাতে মুক্তির কোন উপায় না দেখিয়া হতাশ হইয়া স্থানান্তরে গমন করেন এবং আরও কতক দিন ঐরূপে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ছয় বৎসর নির্জ্জনে কঠোর সাধন করেন। কিন্তু এই কঠোর সাধনেও তিনি অভিলষিত পদার্থ লাভে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে এইরূপ বৈরাগ্য দ্বারা আত্মার শান্তি ও মুক্তি লাভ অসম্ভব, বরং ইহাতে সত্য হইতে অনেক সময় দূরে পড়িতে হয়। এইরূপে তাঁহার সাধ-

নের ভাব পরিবর্ত্তিত হওয়াতে তিনি তাঁহার পঞ্চশিষ্য কর্ত্তৃক অবিশ্বাসী বলিয়া পরিত্যক্ত হয়েন। স্বীয় জীবনের পরীক্ষা এবং অন্যান্য ঘটনাদ্বারা বুঝিয়াছিলেন যেকেবল মাত্র ধর্ম্মমত ও ক্লেশকর ব্রত মানুষকে কখন পাপ হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে না।

বুদ্ধ পুনরায় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এই ভাবে অনেক দিন গত হইলে তাঁহার মনে প্রতীতি হইল মুক্তির উপায় লাভ হইয়াছে। তদবধি তিনি আপনাকে বুদ্ধ বলিয়া জগতের নিকট প্রচার করিলেন। "বুদ্ধ" শব্দের অর্থ আলোক প্রাপ্ত।

তখন হইতে এই মহাত্মা ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। চতুর্দ্দিকে দুঃখ বিপদ, অশান্তি দেখিয়া দয়ার ভাবে উত্তেজিত হইয়া তিনি স্বনাম খ্যাত ধর্ম্মের ঘোষণায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম অতি পবিত্র, তাহাতে বিবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় ২০০০ বৎসর অতীত হইতে চলিল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত আসিয়ার অধিকাংশ নরনারী সেই ধর্ম্মের পূজা করিয়া আসিতেছে।

চিন্তা।
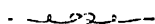
এখন রাত্রি, চারিদিক্ নিস্তব্ধ হইয়াছে। আকাশের নীল শোভা মনোহর, তাহাতে এমন একটি ভাব যাহা দেখিলে হৃদয় পবিত্র বিষয় না ভাবিয়া থাকিতে পারে না।

আপনা হইতেই যেন মনে গভীর উন্নত মহৎ বিষয়ের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রাণ কোন অসামান্য বিষয় পাইতে—দেখিতে ব্যাকুল হয়। আমার মনেই যখন এত সদ্ভাবের উদয় হয়, তখন না জানি ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগের পক্ষে এ সময়টি আরও কত মধুময়। "প্রকৃতি মধুর স্বরে ব্রহ্ম নাম গান করে" আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়ও এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া কখন কখন অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করে। চারিদিক এখন অন্ধকার, কিন্তু এ অন্ধকারের মধ্যেও এ প্রকার একটি মনোহারিতা বোধ হইতেছে যে উহা হৃদয়স্থ সমুদয় সুচিন্তাকে স্ফুরিত করিয়া দিল। শীতল সমীর শরীরকে স্নিগ্ধ করে, সচ্চিন্তা তাপিত প্রাণে শান্তি আনিয়া দেয়। আমার সম্মুখে একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ রহিয়াছে। গোলাপটি খুব বড় এবং তাহার

সৌন্দর্য্য ততোধিক। মিষ্ট গন্ধ আমাকে তৃপ্ত করিতেছে। ফুল আমি বড় ভালবাসি। কেন উহা আমার এত প্রিয় তাহা কে বলিবে ? ঐ নীরব কোমল পদার্থটি আমার আদর্শ, আমি উহার নিকট নির্ম্মল পবিত্রতা শিক্ষা পাই। যখন আমি নিতান্ত ক্ষুদ্র বালিকা ছিলাম, তখনও আমার ফুল দেখিলে অত্যন্ত অহ্লাদ হইত। উহা পাইলে কোথায় রাখিব, পাছে নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া আমার ক্ষুদ্র শৈশব হৃদয় ব্যাকুল হইত। কিন্তু জানিতাম না কেন ফুল দেখিলে আমার এত সুখ হইত। উহা পাইলেই আমার পুরাতন কথা মনে পড়ে। এখন উহা আমার নীরব গুরু। ফুল নির্ম্মল, পবিত্র, সুন্দর, সৌরভময় বলিয়া যেমন আমার নিকট সমাদরে গৃহীত হয়, আমি যদি উহার মত হইতে পারি, কতক দিন পরে উহারই ন্যায় জীবন উদ্যান হইতে কোন উচ্চব্রতের জন্য অতি যত্নে সেই পরম পিতা কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইব। উভয়ের প্রভেদ এই-পুষ্প নশ্বর, মনুষ্যাত্মা অবিনাশী। কুসুম একটী কিছু দিন পরে শুখাইবে, অপরটি দিন দিন অধিকতর শোভা সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত হইবার নিমিত্ত স্বর্গোদ্যানে রোপিত হইবে। এই চিন্তা সর্ব্বদা যাহার হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে পারে, সে কি সংসারের নিকৃষ্ট সুখের গরলময় পঙ্কে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে পারে ?

আত্মা অনেক বিষয়ে দুর্ব্বল, কিন্তু ইহার ভিতর কি এমন কোন শক্তি নাই, যাহা সন্তানকে পিতার ক্রোড়ে স্থান পাইবার অধিকারী করে। পৃথিবীতে দুঃখ যন্ত্রণার শেষ নাই, তাই এখন মনে হয় ঈশ্বর ও পরলোক না থাকিলে কি হইত? এত বিপদ ও মনঃপীড়ার মধ্যে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে মনুষ্যের কি গতি হইত? সময় যখন দিন দিন আমাদিগকে শান্তিধামের দিকে লইয়া যাইতেছে, তখন দুর্ব্বল চিত্ত এত ভীত হয় কেন?

প্রাণপ্রতিম আত্মীয়দিগকে যখন চির বিদায় দিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়, তখনি কেবল মৃত্যুকে যার পর নাই, কঠোর দুর্দ্দান্ত রাক্ষস বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সাংসারিক সকল প্রকার যন্ত্রণা, হৃদয়ের মর্ম্মভেদী বেদনা, শারীরিক পীড়াজনিত অসহ্য ক্লেশ এ সমুদয়ের পক্ষে মৃত্যুর ন্যায় বন্ধু আর কে আছে? বলিতে কি পিতার অসীম দয়ার স্পষ্ট উপলব্ধি আর কোথাও এত উজ্জ্বলতর নহে। ঐ সময় তাঁহার মাতৃভাব অধিক অনুভব করা যায়। সন্তানকে সুখী করিতে মাতার যত যত্ন, অত আর কাহার? অমন নিঃস্বার্থ ভালবাসা কয় জনের? তাহাতেই বোধ হয় স্নেহময়ী স্বর্গীয় মাতা সন্তানের দগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার নিমিত্ত সুখময় মৃত্যুকে পাঠা-

ইয়াছেন। মৃত্যু এই একটি কথা সহস্র ভাব আনিয়া দেয়। পার্থিব সকল আশা যাহাকে কেবল মাত্র অন্ধকার আনিয়া দেয়, বর্ত্তমান জীবন যাহার কেবল আবর্ত্তময়, ভবিষ্যৎ ঐ সম্মুখবর্ত্তী নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ-রাশি অপেক্ষা ঘনীভূত ও অস্পষ্ট, তাহার পক্ষে অমন আত্মীয় কি আর পাওয়া যায়? ঐ আশাই সংসার-শ্রান্ত পথিকের জীবন দীপের শেষ তৈল বিন্দুর ক্ষীণ শিখা, নিবিয়াও নিবেনা। পরলোকে বিশ্বাস আমদিগকে সকল পাপ প্রলোভন হইতে রক্ষা করে। পরলোকে বিশ্বাস না থাকিলে স্বর্গীয় প্রীতির প্রতি ও মানুষ উদাসীন হইয়া অন্তরে নাস্তিকতা পোষণ করিত।

জগতে কাহাকে বিশ্বাস করিব জানিনা। আজ যিনি দেবতুল্য কল্য তাঁহাকে বিকৃত হইতে দেখিতে পাই। যাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ভাবিয়া আদর্শ গ্রহণ করিতে যাইব মনে করি, কতক দিন পরে দেখি সেই তিনিই অস্থিরমতি। যাঁহাকে পরম ধার্ম্মিক বলিয়া হৃদয়ের ভক্তি দিতে অগ্রসর হই অবশেষে তাঁহার অসরল ব্যবহারে ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। যত দিন যাইতেছে ততই মানুষের দুর্ব্বলতার অস্থিরতার পরিচয় পাইয়া ভীত হইতে

হইতেছে। বড় বড় তরণী যদি প্রতিকূল বাতাসে আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইল, ক্ষুদ্র নৌকা তরঙ্গের হাত হইতে কি প্রকারে উদ্ধার পাইবে? বৃহৎ বৃক্ষ যদি ঝটিকাকে বাধা দিতে না পারিল, অল্প প্রাণ ওষধি তবে কিসের ভরসা রাখিবে?

অন্যের দুর্ব্বলতা নিজের অক্ষমতাকে স্মরণ করাইয়া সাবধান হইতে শিক্ষা দেয়।